FINANCIAL REPORTING COUNCIL

FRC

BANGLADESH

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

Financial Reporting Council
ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

পর্যটন ভবন, প্লট: ই-৫ সি/১ (৯ম তলা)
পশ্চিম আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ড. মোঃ হামিদ উল্লাহ্ ভূঁঞা
চেয়ারম্যান, এফআরসি

বাণী

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি ও শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করছি বাংলাদেশের সেই সব সূর্য সন্তানদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ও কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। শ্রদ্ধা সহকারে আরো স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ ই আগস্ট কালরাতে শাহাদাত বরণকারী পরিবারের সদস্যদের।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে দেশ আজ জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কণ্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দুরদর্শি নেতৃতে দূর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সময়ের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ, বড় হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি "ব্যবসায়" এবং এর পরিবেশে সচ্ছতা ও শৃঙ্খলা বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে সকল জনস্বার্থ সংস্থার কথা বিবেচনা করে শেখ হাসিনা সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জাতীয় সংসদে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ গৃহীত হয়। উক্ত আইনের মাধ্যমে চারটি কর্মবিভাগ যথা, মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ, আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ, নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ ও প্রয়োগকারী বিভাগ সংবলিত ১২ সদস্য বিশিষ্ট ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, কতিপয় উন্নত দেশে নিজস্ব ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল রয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ও টেকসই করার জন্য আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও এর নিরীক্ষা কার্যে অধিকতর স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়নে আর্ন্তজাতিক ভাবে গৃহীত ও অনুসৃত পন্থা অনুসরণ করার কোন বিকল্প নেই।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের উদ্দেশ্য দেশের হিসাবরক্ষণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, নিরীক্ষা চর্চা ও নিরীক্ষা চর্চা পেশার গুনগত মান উন্নয়ন ও তা আর্ন্তজাতিকভাবে গৃহীত মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা। কাউন্সিলের কর্মবিভাগসমূহ এর জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ সবসময় আন্তর্জাতিক মানদন্ড প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংগতি রেখে মানদন্ড প্রণয়ন করছে। আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ দেশের জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের আর্থিক প্রতিবেদনের পরিবীক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড বিবেচনায় সমুচিত পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী দেশের নিরীক্ষা চর্চা তথা নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্মসমূহের কার্যক্রম ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের যর্থাথতা যাচাই করছে এবং প্রয়োগকারী বিভাগ যথাযথ আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলকে প্রদত্ত জনগণের অর্থের সদ্ব্যবহার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এফআরসি'র কার্যক্রমের ফলাফল হিসাবে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কর্তৃক এই বার্ষিক প্রতিবেদন অর্থ বিভাগ, অন্যান্য সম্মানীত অংশীজন ও দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রণয়ন ও প্রকাশ করার উদ্দ্যেগ নেয়া হয়েছে।

চেয়ারম্যান ও এর প্রধান নির্বাহী হিসাবে আমার প্রত্যয় থাকবে যে, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পূরণে সফল হবে ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাফল্যের উদাহরণ স্থাপন করতে সক্ষম হবে। ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল শুধু একটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানই নয় এর আওতাভুক্ত জনস্বার্থ সংস্থা, নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্মসমূহের অভিবাবকও বটে। এপর্যায়ে ১৯৭৫ সালে নব্য কমিশন্ড প্রাপ্ত সামরিক বাহিনির অফিসারদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণে সোনার বাংলাকে বাস্তবরূপে দেখার স্বপ্নের কথা স্মরণ করছি। তিনি বলেছিলেন, "শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো জাতি বড় হতে পারে নাই।" আমি আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, বাংলাদেশের ফাইনান্সিয়াল রির্পোটিং ও নিরীক্ষা চর্চায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা এনে এফআরসি বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশীদারের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ কমিটি

সভাপতি : **মুহাম্মদ আনওয়ারুল করিম, এফসিএ**
নির্বাহী পরিচালক, মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ

সদস্য : **ড. আহমদুজ্জামান**
নির্বাহী পরিচালক, প্রয়োগকারী বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম পিএএ
নির্বাহী পরিচালক, আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ

নন্দ লাল দাস
নির্বাহী কর্মকর্তা, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

অনিক কুমার মল্লিক
মানদন্ড নির্ধারণী কর্মকর্তা, মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ

আকলিমা আক্তার
মানদন্ড নির্ধারণী কর্মকর্তা, মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের তথ্য

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

আব্দুর রউফ তালুকদার
সিনিয়র সচিব

শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ
অতিরিক্ত সচিব (টিডিএম):

নুসরাত জাবীন বানু এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব, ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

রেহানা পারভিন
অতিরিক্ত সচিব, ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

এ এস এম লোকমান
উপ সচিব (টিডিএম)

সূচীপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫-এর সারসংক্ষেপ	১
রিপোর্টিং আইন, ২০১৫-এর ধারাসমূহের তালিকা	২
এফআরসি-এর সাংগঠনিক কাঠামো	৩
ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুসারে কাউন্সিলের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ	৪..৫
কাউন্সিল পরিচিতি	৬..১৩
কাউন্সিলের কার্যসম্পাদনের অগ্রগতি	১৪..১৬
কাউন্সিলের সভা ও উপস্থিতির তালিকা	১৭
কাউন্সিলের সভায় প্রদত্ত সম্মানী ও সভার স্থিরচিত্র	১৮
এক নজরে............... এফআরসি	১৯
বর্তমান অফিস প্রধান	২০
প্রাক্তন অফিস প্রধানগণের পরিচিতি	২১
এফআরসি'র উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	২২
উল্লেখযোগ্য জনস্বার্থমূলক কর্মকান্ডসমূহ	২৩..২৪
আন্তর্জাতিক মানদন্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ও ফোরামের সভা	২৫..২৬
মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ	২৭
বিভাগীয় প্রধান	২৮
মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগের কার্যাবলী	২৯
কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীতব্য ও গৃহীত মানদন্ডের ধরন	৩০
আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ	৩১
বিভাগীয় প্রধান (ভার প্রাপ্ত)	৩২
আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের কার্যাবলী	৩৩
বিভাগের অর্জন	৩৪
নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ	৩৫
বিভাগীয় প্রধান	৩৬
নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগের কার্যাবলী	৩৭
বিভাগের অর্জন	৩৮
প্রয়োগকারী বিভাগ	৩৯
বিভাগীয় প্রধান	৪০
প্রয়োগকারী বিভাগের কার্যাবলী	৪১
বিভাগের অর্জন	৪১..৪৩
আর্থিক প্রতিবেদন	৪৪
স্থিতিপত্র	৪৫
আয়-ব্যয় বিবরণী	৪৬
প্রাপ্তি- পরিশোধ বিবরণী	৪৭
বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী	৪৮
আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ	৪৯..৫৬

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫

সার সংক্ষেপ

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) ২৫-শে ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের ফাইনান্সিয়াল কার্যক্রমকে একটি সুনিয়ান্ত্রিত কাঠামোর আওতায় আনয়ন, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন, যথাযথ প্রতিপালন, বাস্তবায়ন, তদারকি এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫-এ মোট ৭৩টি ধারা ও তদসংশ্লিষ্ঠ একাধিক উপ-ধারার সন্নিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের যাবতীয় জনস্বার্থ সংস্থার ফাইনান্সিয়াল কার্যক্রমকে নিজ তদারকি ও জবাবদিহিতার আওতাভুক্ত করে ১২ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন।

সরকার ২০১৬ সালের ১৯-শে এপ্রিল আইনানুসারে কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করে

১২ সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল

১. চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত)
২. অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়
৩. অতিরিক্ত সচিব, বানিজ্য মন্ত্রণালয়
৪. ডেপুটি সিএন্ডএজি, সিএন্ডএজি-এর কার্যালয়
৫. ডেপুটি গর্ভনর, বাংলাদেশ ব্যাংক
৬. সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭. কমিশনার, বিএসইসি
৮. সভাপতি, আইসিএবি
৯. সভাপতি, আইসিএমএবি
১০. অধ্যাপক, একাউন্টিং বিভাগ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
১১. সভাপতি, এফবিসিসিআই
১২. নির্বাহী পরিচালক, এফআরসি (সদস্য সচিব)

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫-এর ধারাসমূহ

নং	শিরোনাম
	অধ্যায় ১ (প্রারম্ভিক)
১	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
২	সংজ্ঞাসমূহ
	অধ্যায় ২ (কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা,গঠন ইত্যাদি)
৩	কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা
৪	কাউন্সিলের কার্যালয়
৫	কাউন্সিল গঠন, ইত্যাদি
৬	কাউন্সিলের কোন সদস্যের অপসারণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি
৭	কাউন্সিলের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ
৮	কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
৯	কাউন্সিলের সভা
	অধ্যায় ৩ (কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা ইত্যাদি)
১০	বাছাই কমিটি
১১	চেয়ারম্যান নিয়োগ, যোগ্যতা, ইত্যাদি
১২	নির্বাহী পরিচালকগণের নিয়োগ, যোগ্যতা, ইত্যাদি
১৩	চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালকগণের অযোগ্যতা
১৪	চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালকগণের পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি
১৫	সম্মানী
১৬	চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইত্যাদি
১৭	কমিটি, ইত্যাদি
১৮	কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি
১৯	প্রেষণে জনবল নিয়োগ
২০	ক্ষমতা অর্পণ
২১	কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন
	অধ্যায় ৪ (কাউন্সিলের কর্মবিভাগ, দায়িত্ব, কোড ইত্যাদি)
২২	কাউন্সিলের কর্মবিভাগ
২৩	মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগের দায়িত্ব
২৪	আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব
২৫	নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব
২৬	প্রয়োগকারী বিভাগের কার্যাবলী
২৭	নিরীক্ষা চর্চা কোড, প্রবিধান, ইত্যাদি প্রণয়ন
২৮	পেশাগত আচরণ ও নৈতিক কোড
২৯	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা
৩০	তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা
	অধ্যায় ৫ (তালিকাভুক্তি, নবায়ন)
৩১	নিরীক্ষকদের তালিকাভুক্তি
৩২	তালিকাভুক্তির আবেদন, ইত্যাদি
৩৩	তালিকাভুক্তি সনদ স্থগিত, বাতিল
৩৪	অননুমোদিত নিরীক্ষা চর্চা
৩৫	নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও অভিমত
৩৬	গুরুতর অনিয়ম
৩৭	দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের স্বাধীনতা
৩৮	স্বার্থের সংঘাত
৩৯	পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় জনস্বার্থমূলক পর্যবেক্ষণ

নং	শিরোনাম
	অধ্যায় ৬ (স্ট্যান্ডার্ডস নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণ, প্রকাশনা ইত্যাদি)
৪০	স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন, ইত্যাদি
৪১	স্ট্যান্ডার্ডস প্রতিপালনে অব্যাহতি
৪২	স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়নে সহযোগিতা
৪৩	স্ট্যান্ডার্ডসমূহের প্রাক-প্রকাশনা
৪৪	জনস্বার্থ সংস্থাসমূহ কর্তৃক স্ট্যান্ডার্ডস প্রতিপালন
৪৫	আর্থিক বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদনের পরিবীক্ষণ
৪৬	জনস্বার্থ সংস্থার নিরীক্ষকদের নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ
৪৭	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণের বাধ্যবাধকতা
	অধ্যায় ৭ (অপরাধ, তদন্ত, জরিমানা ও দন্ড, আপিল, ইত্যাদি)
৪৮	অপরাধ ও দন্ড ইত্যাদি
৪৯	অভিযোগের তদন্ত, ইত্যাদি
৫০	আদেশ লঙ্ঘনের জন্য প্রশাসনিক জরিমানা ইত্যাদি
৫১	Code of Criminal Procedure, 1898
৫২	প্রয়োগকারী বিভাগের সুপারিশের উপর আপত্তি ও শুনানী
৫৩	কাউন্সিলের বিরুদ্ধে আপীল
	অধ্যায় ৮ (কাউন্সিলের আর্থিক বিষয়াদি)
৫৫	কাউন্সিলের তহবিল
৫৬	হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা
৫৭	বার্ষিক বাজেট বিবরণী
৫৮	বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন
	অধ্যায় ৯ (কতিপয় আইনের আনুষাঙ্গিক সংশোধন)
৫৯	P. O. No. 2 of 1973 এর সংশোধন (সিএ অর্ডার, ১৯৭৩)
৬০	১৯৯১ সানের ১৪ নং আইনের সংশোধন (ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১)
৬১	১১৯৩ সানের ২৭ নং আইনের সংশোধন (আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩)
৬২	১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের সংশোধন (কোম্পনি আইন, ১৯৯৪)
৬৩	২০১০ সনের ১৩ নং আইনের সংশোধন (বীমা আইন, ২০১০)
৬৪	Ord. No. LIII of 1977 এ নুতন Section 14A এর সন্নিবেশ (সিএমএ অর্ডিনান্স, ১৯৭৭)
৬৫	২০০৬ সালের ৩২ নং আইনের সংশোধন (মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬)
	অধ্যায় ১০ (বিবিধ)
৬৬	অন্য আইনের অধীন ব্যবস্থাকে ক্ষুন্ন না করা
৬৭	প্রকাশনা
৬৮	বিশেষ বিধান
৬৯	পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত স্ট্যান্ডার্ডসমূহের হেফাজত
৭০	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
৭১	প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
৭২	জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা
৭৩	ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

এফআরসি-এর সাংগঠনিক কাঠামো

চেয়ারম্যানের দপ্তর
কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এর
নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন

১ জন চেয়ারম্যান
১ জন ব্যক্তিগত সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
১ জন গাড়ি চালক
১ জন অফিস সহায়ক

প্রশাসন, হিসাব ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ

বিভাগীয় প্রধানের দপ্তর
১ জন বিভাগীয় প্রধান
১ জন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ জন অফিস সহায়ক

মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ

নির্বাহী পরিচালকের দপ্তর
১ জন নির্বাহী পরিচালক
১ জন ব্যক্তিগত সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ জন গাড়ি চালক
১ জন অফিস সহায়ক

আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ

নির্বাহী পরিচালকের দপ্তর
১ জন নির্বাহী পরিচালক
১ জন ব্যক্তিগত সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ জন গাড়ি চালক
১ জন অফিস সহায়ক

নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ

নির্বাহী পরিচালকের দপ্তর
১ জন নির্বাহী পরিচালক
১ জন ব্যক্তিগত সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ জন গাড়ি চালক
১ জন অফিস সহায়ক

প্রয়োগকারী বিভাগ

নির্বাহী পরিচালকের দপ্তর
১ জন নির্বাহী পরিচালক
১ জন ব্যক্তিগত সহকারীকাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ জন গাড়ি চালক
১ জন অফিস সহায়ক

জনবল

২ জন উপ পরিচালক ও ১ জন প্রোগ্রামার
৪ জন সহকারী পরিচালক ও ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার
১ জন স্টোর কিপার, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার ১ জন সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও ১ জন হিসাব রক্ষক
১ জন হিসাব সহকারী
৩ জন অফিস সহায়ক

জনবল

১ জন পরিচালক
৩ জন উপ পরিচালক
৬ জন সহকারী পরিচালক
২ জন মানদন্ড নির্ধারণী কর্মকর্তা
৪ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
৪ জন অফিস সহায়ক

জনবল

১ জন পরিচালক
৫ জন উপ পরিচালক
১০ জন সহকারী পরিচালক
১০ জন মনিটরিং কর্মকর্তা
৬ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
৫ জন অফিস সহায়ক

জনবল

১ জন পরিচালক
৫ জন উপ পরিচালক
১০ জন সহকারী পরিচালক
১২ জন নিরীক্ষা কর্মকর্তা
৬ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
৫ জন অফিস সহায়ক

জনবল

১ জন পরিচালক
২ জন উপ পরিচালক
৪ জন সহকারী পরিচালক
৩ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
৩ জন অফিস সহায়ক

প্রশাসন, হিসাব ও তথ্য প্রযুক্তি বিভগের দায়িত্ব
১.এফআরসি-এর হিসার সংরক্ষণ।
২.তথ্য ও প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান।
৩.এফআরসি-এর প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা

মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগের দায়িত্ব:
১.বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং, মূল্য নির্ধারণ, একচুয়ারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস, অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন;
২.প্রণীত মানদন্ডসমূহের বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ;
৩.মানদন্ড প্রয়োগকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা;
৪.মানদন্ড প্রয়োগকালীন প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহ।

আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব:
১.জনস্বার্থ সংস্থার নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ;
২.জনস্বার্থ সংস্থা হতে পরিবীক্ষণে সহায়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি তলব;
৩.কোন জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মানদন্ড প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অসংগতি পরিলক্ষিত হলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়োগকারী বিভাগকে লিখিত আকারে অবহিতকরণ;
৪.সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনানুসারে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে বিভাগের কার্যের ক্ষমতা ও ধরণ নির্ধারণকরণ

নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব:
১.নিবন্ধিত নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা ফার্মের নিরীক্ষা চর্চায় আইনানুযায়ী কোন অভিযোগ থাকলে তা পুনরীক্ষণে সহায়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি তলব;
২.য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা হতে কোন নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা ফার্মের নিরীক্ষা চর্চায় অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস প্রতিপালন না করার অভিযোগ প্রাপ্ত হলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়োগকারী বিভাগকে লিখিত আকারে অবহিতকরণ;
৩.সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনানুসারে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে বিভাগের কার্যের ক্ষমতা ও ধরণ নির্ধারণকরণ

প্রয়োগকারী বিভাগের দায়িত্ব:
১.বিধি- প্রবিধানমালা প্রস্তুতকরণ;
২.কাউন্সিলের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিধি- প্রবিধানমালা যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সরকারি গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
৩.এফআরসি সংশ্লিষ্ট আইনি কার্যক্রম সম্পাদন;
৪.অন্যান্য বিভাগ হতে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তসাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুসারে কাউন্সিলের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

অধিক্ষেত্র: জনস্বার্থ সংস্থা

আইনের ধারা ২(৮) অনুসারে নিম্নোক্ত শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ জনস্বার্থ সংস্থা হিসেবে অভিহিত হবে। ধারা ৭-এ বর্ণিত কাউন্সিলের সাধারণ উদ্দেশ্য ও আইনের পটভূমি অনুযায়ী সকল জনস্বার্থ সংস্থা কাউন্সিলের অধিক্ষেত্রভুক্ত হবে। আইনের ধারা ৪৪ অনুসারে সকল জনস্বার্থ সংস্থাকে এ আইনের অধীনে প্রণীত মানদন্ডসমূহকে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

বোঝার সুবিধার্থে জনস্বার্থ সংস্থাসমূহকে দুটি শ্রেণীতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আবশ্যিক ভাবে জনস্বার্থ সংস্থা

আইনের ধারা ২(৮)(ক)
১. ব্যাংক-কোম্পনি
(ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১)
২. বিএসইসি-তে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান
(বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩)
৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠান
(আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩)
৪. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান
(মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬)
৫. বীমাকারী
(বীমা আইন, ২০১০)

শর্তসাপেক্ষে জনস্বার্থ সংস্থা

১.আইনের ধারা ২(৮)(ক)(ঙ) অনুসারে পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব(রেভিনিউ).
অথবা
২.আইনের ধারা ২(৮)(ঋ) অনুসারে নিম্নোক্ত যেকোন দুটি শর্ত পূরণকারী প্রতিষ্ঠান
১. পরিসম্পদ ৩০ কোটি টাকার বেশি।
২. শেয়ারহোল্ডারের ইকুইটি ব্যতিত দায় ১০ কোটি টাকার বেশি।
৩. প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম সংখ্যক ব্যক্তি (প্রণয়নরত)।

আইনের ধারা ২(৮)(খ) অনুসারে পূর্বোক্ত শর্ত পূরণকারী নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান
১. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।
২. সংবিধিব্ধ কর্তৃপক্ষ।
৩. এনজিও
৪. অনুরূপ অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান

কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা

উদ্দেশ্য (আইনের ধারা ৭):

১. হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার স্ট্যার্ন্ডাড ও নৈতিকতার মান-নির্ধারণ।
২. হিসাব ও নিরীক্ষা সেবার গুনগত মান উন্নয়ন।
৩. হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার উন্নয়ন সাধন।
৪. কাউন্সিলে তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকদের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষাকার্যের সর্বোচ্চমান নিশ্চিত করা।
৫. আর্থিক প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
৬. হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার পেশাগত কার্যক্রমে সততা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করায় সহযোগিতা প্রদান।
৭. জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের আর্থিক ও অ-আর্থিক তথ্যের উচ্চমান সম্পন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে উদ্বুদ্ধ করা।

ক্ষমতা (আইনের ধারা ৮):

আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কাউন্সিল যাবতীয় কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে।
ধারা ৮(২) এ বর্ণিত ও এর ৮(১) সামগ্রীকতাকে অক্ষুন্ন রেখে নিম্নোক্ত বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
১. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি বিবেচনায় আন্তর্জাতিক ভাবে গৃহীত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্টার্ন্ডাডস প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
২. আইএএসবি, আইএএএসবি বা এতদসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও আন্তর্জাতিক ভাবে গৃহীত ও সম্পন্ন স্ট্যান্ডার্ডস-এর প্রতিপালন নিশ্চিত করা।
৩. কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত স্ট্যান্ডার্ডসমূহের প্রতিপালন, পরিবীক্ষণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
৪. আর্থিক প্রতিবেদন, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধি, প্রবিধি, স্ট্যান্ডার্ডস গাইডলাইন, কোড, প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
৫. পেশাগত আচরণের উচ্চমান বজায় রাখার লক্ষ্যে নিরীক্ষকদের নিরীক্ষা চর্চা ও অনুশীলন পরিবীক্ষণ;
৬. হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী বিষয়ে পরামর্শ ও কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসাবে তথ্যগত সেবা প্রদান;
৭. নিরীক্ষকদের তালিকাভুক্তকরণ এবং তৎসংক্রান্ত তথ্য রেজিস্টারে সংরক্ষণ এবং প্রকাশ করা।
৮. অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত রিপোর্টিং চাহিদার প্রতিপালন নিশ্চিত করা।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুসারে কাউন্সিলের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

৯. পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা সনদ, কোর্স এবং পেশাগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশীপ, আর্টিকেলশীপ ও গবেষণা কার্যক্রম বিষয়ে সুপারিশ প্রদান এবং উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করা।
১০. আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ করা।
১১. কাউন্সিল, পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন, হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা ও কর্পোরেট গভার্ন্যান্স পদ্ধতিকে অধিকতর কার্যকর ও দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করা যায় এইরূপ যে কোন বিষয়ের উপর গবেষণাকে উৎসাহিতকরণ ও ক্ষেত্রমত, অর্থায়ন করা।
১২.হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি বা প্রবিধান প্রণয়ন করা।
১৩. আইনের অধীন অনুসন্ধান পরিচালনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা।
১৪. কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি বা স্কীম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
১৫. কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও কার্য সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত বা এর সহায়ক হয় এইরূপ স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি সম্পাদন করা।
১৬. কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিষয়ে চার্জ ও ফি নির্ধারণ করা।
১৭. আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির অধীন জরিমানা আরোপ করা।
১৮. আর্থিক প্রতিবেদন, অ-আর্থিক প্রতিবেদন, আর্থিক বিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন,হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা বা এতদসম্পর্কিত বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ বা পরামর্শ প্রদান করা।
১৯.আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিলের সাধারণ উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল যেরূপ প্রয়োজন মনে করবে সেরূপ অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

অপরাধ, তদন্ত, জরিমানা ও দন্ড এবং আপিল:

১. মিথ্যা তথ্য দ্বারা আইনের অধীনে নিরীক্ষক হিসেবে নিবন্ধিত হলে ৫ বছরের কারাদন্ড বা অনূ্যন ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড (ধারা ৪৮)।
২. কাউন্সিল কোনো অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুষ্ঠু তদন্ত করবে (ধারা ৪৯)।
৩. কোনো নিরীক্ষক কাউন্সিলের আদেশ পালন না করলে কাউন্সিলের বিধি অনুসারে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করতে পারবে (ধারা ৫০) এক্ষেত্রে Public Demand Reecovery Act, 1913 অনুসৃত হবে।
৪. কাউন্সিলের সিদ্ধারে বিরুদ্ধে আইনের ৫৩ ও ৫৪ ধারা মোতাবেক গঠিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানার ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে (ধারা ৫৪)।
৫. প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায়ের ক্ষেত্র ব্যতিত অন্য সকল অপরাধের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 প্রযোজ্য হবে।

কাউন্সিল পরিচিতি

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের সম্মানীত
সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি............

চেয়ারম্যান
এফআরসি

ড. মোঃ হামিদ উল্লাহ্ ভূঁঞা

প্রফেসর ড. মোঃ হামিদ উল্লাহ্ ভূঁঞা এফআরসি-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ড. ভূঁঞা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের একজন অধ্যাপক এবং বর্তমানে এফআরসি'র চেয়ারম্যান তথা নির্বাহী প্রধান হিসাবে কর্মরত আছেন।

শিক্ষাজীবনে তিনি সর্বোচ্চ সফলতার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং (বর্তমানে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্) বিভাগ হতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি লা-ট্রোবে ইউনির্ভাসিটি, অস্ট্রেলিয়া হতে ফাইনান্স ও ইকোনমিক্স বিষয়ে ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষকতা ও নির্বাহী কাজের বাহিরেও ড. ভূঁঞা বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালিয়ের নিয়োগ বোর্ডসমূহে সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

রেহানা পারভিন

অতিরিক্ত সচিব, ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ
সদস্য, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

নুসরাত জাবীন বানু এনডিসি

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
সদস্য, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

বেগম রেহানা পারভিন বর্তমানে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসাবে কর্মরত আছেন। ইতঃপূর্বে তিনি এডিবির অর্থায়নে পরিচালিত SEIP প্রকল্পে লিয়েনে কর্মরতসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৩তম ব্যাচে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার হিসেবে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন।

নুসরাত জাবীন বানু এনডিসি বর্তমানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও অনু-বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। ইতঃপূর্বে তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেকর্মরত ছিলেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে বিএসএস (সম্মান) ও এমএসএস সম্পন্ন করেন এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গভার্নেন্স ও ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৩তম ব্যাচে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার হিসেবে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। এছাড়াও তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুর থেকে এনডিসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

মো: রফিকুল বারী খান

ডিসিএজি (পদ্ধতি), মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
সদস্য, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

মোঃ রফিকুল বারী খান ডেপুটি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (পদ্ধতি) ও এফআরসি-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । ইতঃপূর্বে তিনি মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর; সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার, এডিশনাল চিফ কন্ট্রোলার অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স; পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর; পরিচালক, লোকাল এন্ড রেভিনিউ অডিট অধিদপ্তর; পরিচালক (এমআইএস), কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অফিস; চিফ একাউন্টস্ এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়সহ অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিসের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন।

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর ১৯৯৯ সালের ২৫ জানুয়ারি তিনি ১৮তম ব্যাচে বিসিএস নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারে যোগদান করেন।

কাজী ছাইদুর রহমান

ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
সদস্য, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

কাজী ছাইদুর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গর্ভনর ও এফআরসি'র সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ডেপুটি গর্ভনর হিসেবে দায়িত্বে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেক্স রিজার্ভ ও ট্রেজারি ব্যাবস্থাপনা বিভাগের কার্যাবলীর পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং (বর্তমানে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্) বিভাগ থেকে তার বি. কম (সম্মান) এবং এম. কম ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন।

ড. সামস উদ্দিন আহমেদ
সদস্য (কর নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)
সদস্য, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

প্রফেসর ড. মোঃ মিজানুর রহমান
কমিশনার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সদস্য, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

ড. সামস উদ্দিন আহমেদ বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কর নীতি) ও এফআরসি-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পেশাগত জীবনে বর্তমান দায়িত্বসমূহের পাশাপাশি তিনি একজন একাডেমিশিয়ান।বাংলাদেশের কর নীতিতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি তিনি একজন গবেষক।

ড. আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে এলএলবি ও এলএলএম ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস হতে এলএলএম ডিগ্রি লাভ করেন, এবং মেলবোর্নের ডেকিন ইউনিভারসিটি হতে ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ শেষে তিনি ১৯৯১ সালে সহকারী কর কমিশনার হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যোগদান করেন।

প্রফেসর ড. মোঃ মিজানুর রহমান বিএসইসি এর একজন কমিশনার ও এফআরসি-এর সদস্য। তার সাফল্যমন্ডিত পেশাগত জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং (বর্তমানে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্)বিভাগের একজন অধ্যাপক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের একজন অর্থনীতিবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রিসার্চ সেন্টার-সমূহে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

ড. রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং (বর্তমানে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্) বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ন্যাশনাল গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ, জাপান হতে পাবলিক পলিসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি লাভ করেন।

মোঃ শাহাদাৎ হোসেন এফসিএ
প্রেসিডেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ
সদস্য, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

মো: মামুনুর রশিদ এফসিএমএ
প্রেসিডেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ
সদস্য, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

মো: শাহাদাৎ হোসেন এফসিএ আইসিএবি'র প্রেসিডেন্ট। তিনি আইসিএবি'র বিভিন্ন কমিটি যেমন ডিআরসি কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইতঃপূর্বে ২০০৯ ও ২০১১ সালে আইসিএবি-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, এছাড়াও তিনি (সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একাউন্টেন্টস) সাফা-তে সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি এমএবিএস এন্ড জে পার্টনার, চার্টাড একাউন্টেন্টস- এ সিনিয়র পার্টনার ও একজন পেশাদার একাউন্টেন্ট হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

মোঃ শাহাদাৎ হোসেন এফসিএ বিভিন্ন সংস্থার যেমন রাজশাহী ওয়াসা ও অগ্রণী ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর সদস্য হিসেবে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি আইসিএবি-এর বিবিধ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষাগত জীবনে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাউন্টিং (বর্তমানে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্) বিভাগ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৯৩ সালে আইসিএবি-এর সদস্যপদ লাভ করেন।

মো: মামুনুর রশিদ এফসিএমএ আইসিএমএবি'র প্রেসিডেন্ট। ইতঃপূর্বে তিনি দুই বার আইসিএমএবি-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একাউন্টেন্টস) সাফা-তে নির্বাহী সচিব ও বিসিএমইএ এবং এফবিসি-সিআই-এর সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি এরিস্ট্রোফার্মা-এর হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমন্টের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বিভিন্ন ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.কম(সম্মান) ও এম.কম ডিগ্রি লাভ করেন ও ১৯৯৪ সালে আইসিএমএবি- এর সদস্যপদ লাভ করেন।

প্রফেসর ড. মাহমুদা আক্তার
অধ্যাপক, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

প্রফেসর ড. মাহমুদা আক্তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। এফআরসি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে তিনি এর সদস্য হিসাবে নিয়োজিত আছেন। দীর্ঘ ২৮ বছর অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বিবিধ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ইন্সিটিটিউট অব ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট (বিআইসিএম)- এর নির্বাহী প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। এছাড়াও তিনি আইএফআরএস ও আইএসএ- এর একজন স্বীকৃত প্রশিক্ষক (আইসিএইডাব্লিউ)।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং (বর্তমানে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্) বিভাগ হতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর, সুকুবা ইউনির্ভাসিটি, জাপান থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি লাভ করেন।

মোঃ জসিম উদ্দিন
প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)
সদস্য, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

মো: জসিম উদ্দিন এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট। পেশাগত জীবনে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ি, শিল্পপতি ও সমাজসেবী। তিনি বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান, দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স- এর চেয়ারম্যান ও বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ড্রাস্টিজ এর ভাইস চেয়ারম্যান। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট পার্সন-সিআইপি" খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

তিনি বাংলাদেশের ব্যবসায় ও শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং ইতঃপূর্বে বিপিএমইএ-এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। সিআইপি খেতাবের পাশাপাশি দেশের ব্যবসা ও শিল্পে অবদানের জন্য তিনি বিভিন্ন জাতীয় সম্মাননা অর্জন করেছেন। শিক্ষাগত জীবনে তিনি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

মুহাম্মদ আনওয়ারুল করিম, এফসিএ, সিপিএ (ইউএসএ)
নির্বাহী পরিচালক, মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ
সদস্য সচিব, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

মুহাম্মদ আনওয়ারুল করিম, এফসিএ, সিপিএ (ইউএসএ) এফআরসি'র মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগের নির্বাহী পরিচালক ও কাউন্সিলের সদস্য-সচিব হিসাবে কর্মরত আছেন।

পেশাগত জীবনে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত চার্টাড একাউন্টেন্ট এবং আইসিএইডাব্লিউ কর্তৃক স্বীকৃত আইএফআরএস- এর প্রশিক্ষক। এছাড়াও তিনি আইসিএইডব্লিউ, আইসিএবি ও বিশ্বব্যাংকের টিউনিং প্রজেক্টে পরামর্শক হিসেবে সফলতার সথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মুহাম্মদ করিম আইসিএবি ও এআইসিপিএ হতে সদস্য পদ লাভ করেন। প্রফেশনাল একাউন্টেন্ট হিসেবে তিনি দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা ও নিরীক্ষা সহায়ক সেবা প্রদান করেছেন। এছাড়াও , তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

কাউন্সিলের কার্যসম্পাদনের অগ্রগতি

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫- এর ধারা ৯ অনুসারে অন্যূন ০৩ (তিন) মাসে একবার কাউন্সিলের সভা আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী তথা, চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এসব সভার প্রতিপাদ্য হিসাবে এফআরসি'র কার্যাবলী, বিভাগীয় কার্যক্রমের সমন্বয়, মানদন্ড পরিগ্রহণ ও জারীকরণ, বিবিধ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত প্রশ্ন বা সমস্যায় নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিভাগসমূহের প্রস্তাবনার পর্যালোচনা ও অনুমোদন, অংশীজনের সুপারিশসমূহের পর্যালোচনা ও তদসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এফআরসি'র বিধিমালা ও প্রবিধানসমূহের অনুমোদন এবং বিবিধ বিষয়াদি আলোচ্য হিসাবে থাকে।

কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতির পর্যালোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো। প্রদর্শনের সুবিবর্ধাথে এফআরসি'র ০১ (এক) অর্থবছরের অগ্রগতিকে বাৎসরিক সভার ভিত্তিতে দেখানো হলো।

১ম সভা

১. নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তি ও নবায়ন বিধিমালা, ২০২২- এর উপরে এফবিসিসিআই- এর পরামর্শ গ্রহণপূর্বক পরবর্তী কাউন্সিল সভায় উত্থাপন ও তদপরবর্তী ধাপে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। এছাড়াও, এফআরসি'র সকল বিধি ও প্রবিধান প্রস্তুতকরণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দ্রুততার সাথে ড্রাফিটং শেষ করে কাউন্সিলে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে উপস্থাপন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত।
২. শেয়ার মানি ডিপোজিটের বিষয়ে উক্ত খাতে প্রদর্শিত অর্থের সমপরিমান শেয়ার মূলধন ইস্যুপূর্বক রুপান্তরের বিষয়ে একাধিক জনস্বার্থ সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদের থেকে এসংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া আহ্বান করার সিদ্ধান্ত।
৩. নিরীক্ষা ফার্মের তালিকাভুক্তি একক ভাবে এফআরসি কর্তৃক করা হবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৪. নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তি ও নবায়ন বিধিমালা চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কাছে মতামত চেয়ে চিঠি প্রেরণ।
৫. এফআরসি'র মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত মানদন্ডসমূহ হুবহু পরিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ও মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ কর্তৃক মানদন্ড ইস্যুকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলকে অবহিতকরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৬. নিরীক্ষা চর্চা পরিবীক্ষণ বিভাগ ও প্রয়োগকারী বিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত কতিপয় কোম্পানির বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন কাউন্সিলে উত্থাপন পূর্বক তদন্তের অনুরোধকারী অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত।

২য় সভা

১. সরকারি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রণীত মানদন্ড ও কাঠামোর প্রাক-প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণের ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের থেকে মতামত আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
২. নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তি ও নবায়ন বিধিমালার, ২০২২ এর অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. নিরীক্ষা ফার্মের তালিভূক্তি একক ভাবে এফআরসি কর্তৃক করা হবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৪. এফআরসি'র কর্মবিভাগসমূহকে আইন মোতাবেক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করার বিষয়টি অনুমোদন, এক্ষেত্রে সরকারি বিধিমালা অনুসরণপূর্বক কর্মকান্ড পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা পরিপালন।
৫. এফআরসি'র জন্য প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্তির বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

৩য় সভা

১. সরকারি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রণীত মানদন্ড ও কাঠামোর প্রাক-প্রকাশনার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
২. জরিমানা ও প্রশাসনিক জরিমানা (আরোপ ও আদায়) খসড়া বিধিমালা ২০২২, আইসিএবি ও আইসিএমএবি- এর কাছে মতামতের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত।
৩. তালিকাভুক্ত আইনজীবীদের জন্য চার্ট অব লিগ্যাল ফিস- এর বিষয়টি কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে মতামতের জন্য পরবর্তী কাউন্সিল সভায় উত্থাপনের সিদ্ধান্ত।
৪. জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক প্রতিবেদন, আর্থিক বিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্য ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল- এর নিকট উপস্থাপন সম্পর্কিত খসড়া প্রবিধানমালা, ২০২২ সম্পর্কে পরবর্তী কাউন্সিল সভায় বিশদ আলোচনার সিদ্ধান্ত।

৪র্থ সভা

১. IFRS- এর সংস্করণ ২০২২ এর পরিবর্তনসমূহ গ্রহণপূর্বক পূর্ববর্তী সংস্করণ (২০১৯) নতুন সংস্কণের দ্বারা প্রতিস্থাপন ও জারীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
২. IVS- এর সংস্করণ ২০২২ এর পরিবর্তনসমূহ গ্রহণপূর্বক পূর্ববর্তী সংস্করণ (২০১৮) নতুন সংস্কণের দ্বারা প্রতিস্থাপন ও জারীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (সভার কার্যপদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি) নীতিমালা, ২০২২ এর প্রস্তাবিত সংশোধনসমূহ নিয়ে বিশদ আলোচনা এবং উক্ত সংশোধন সমন্বয়পূর্বক পরবর্তী কাউন্সিল সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪. চার্ট অব লিগ্যাল ফিস কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৫. জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক প্রতিবেদন, আর্থিক বিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্য ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল- এর নিকট উপস্থাপন সম্পর্কিত খসড়া প্রবিধানমালা, ২০২২ সম্পর্কে এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট, তথা কাউন্সিল সদস্যের মতামত প্রদানের জন্য সময় চেয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কাউন্সিল সভায় বিশদ আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বিবিধ কারনে, যেমন লেকবল না থাকা, অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদনের সময়ক্ষেপণ এবং কিছু ক্ষেত্রে এফআরসি-এর কার্য সম্পাদনে সংশোধনের জন্য কাউন্সিল সভায় গৃহীত কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে সম্ভব হয়নি।

কাউন্সিলের সভা ও উপস্থিতির তালিকা

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ০৪ (চার) টি কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাসমূহে কাউন্সিল সদস্যসের উপস্থিতির তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	কাউন্সিল সদস্যের নাম ও পদবী	সদস্য থাকা অবস্থায় কাউন্সিল সভার সংখ্যা	উপস্থিত সভার সংখ্যা
১	ড. মো: হামিদ উল্লাহ ভূঁঞা চেয়ারম্যান, এফআরসি	১৩-১৬তম (০৪ টি)	০৪ টি
২	শেখ মো: সলীম উল্লাহ অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	১৩তম (০১ টি)	০১ টি
৩	বেগম নুসরাত জাবীন বানু অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	১৪তম (০১ টি)	০১ টি
৪	বেগম রেহানা পারভীন অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	১৫-১৬তম (০২ টি)	০২ টি
৫	মালেকা খায়রুন্নেছা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৩-১৫তম (০৩ টি)	০২ টি
৬	বেগম নুসরাত জাবীন বানু অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৬তম (০১ টি)	০১ টি
৭	মো: রফিকুল বারী খাঁন ডিসিএজি, সি এন্ড এজি কার্যালয়	১৩-১৬তম (০৪ টি)	০৪ টি
৯	কাজী ছাইদুর রহমান ডেপুটি গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক	১৩-১৬তম (০৪ টি)	০৩ টি
১০	মো: আলমগীর হোসেন সদস্য, করনীতি, এনবিআর	১৩-১৪তম (০২ টি)	০২ টি
১১	সামস উদ্দিন আহমেদ সদস্য, করনীতি, এনবিআর	১৫-১৬তম (০২ টি)	০১ টি
১২	প্রফেসর ড. মো: মিজানুর রহমান কমিশনার, বিএসইসি	১৩-১৬তম (০৪ টি)	০৩ টি
১৩	মাহমুদুল হাসান খসরু এফসিএ প্রেসিডেন্ট, আইসিএবি	১৩-১৪তম (০২ টি)	০২ টি
১৪	মো: শাহাদাৎ হোসেন এফসিএ প্রেসিডেন্ট, আইসিএবি	১৫-১৬তম (০২ টি)	০২ টি
১৫	আবু বকর সিদ্দীক, এফসিএমএ প্রেসিডেন্ট, আইসিএমএবি	১৩-১৫তম (০৩ টি)	০৩ টি
১৬	মো: মামুনুর রশিদ এফসিএমএ প্রেসিডেন্ট, আইসিএমএবি	১৬তম (০১ টি)	০ টি
১৭	অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার এ এন্ড আইএস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩-১৬তম (০৪ টি)	০৪ টি
১৮	শেখ ফজলে ফাহিম প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই	১৩-১৪তম (০২ টি)	০ টি
১৯	মো: জসিম উদ্দিন প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই	১৫-১৬তম (০২ টি)	০১ টি
২০	মোহাম্মদ মহিউদ্দীন আহমেদ এফসিএ নির্বাহী পরিচালক- আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ ও সদস্য সচিব, এফআরসি	১৩তম (০১ টি)	০১ টি
২১	মোহাম্মদ আনওয়ারুল করিম, এফসিএ নির্বাহী পরিচালক- মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ ও সদস্য সচিব, এফআরসি	১৪-১৬তম (০৩ টি)	০৩ টি

কাউন্সিলের সভায় প্রদত্ত সম্মানী ও সভার স্থিরচিত্র

কাউন্সিলের সভা বাবদ প্রদত্ত সম্মানী

অর্থ বছর	মোট কাউন্সিল সভার সংখ্যা	কাউন্সিল সভার ক্রম	উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যের সংখ্যা	সম্মানীর মোট পরিমান (টাকায়)
২০২১-২২	০৪ টি	১৩তম সভা	১০ জন	৮০,০০০
		১৪তম সভা	১০ জন	৮০,০০০
		১৫তম সভা	১১ জন	৮৮,০০০
		১৬তম সভা	১০ জন	৯৬,০০০

ছবি : ১৬ তম কাউন্সিল সভা

ছবি : ১৬ তম কাউন্সিল সভা

ছবি : ১৬ তম কাউন্সিল সভা

এক নজরে..............

এফআরসি

এপ্রিল ১৯, ২০১৬ খ্রিঃ

...........এফআরসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে

স্বচ্ছতায় ও জবাবদিহিতায়

অগ্রগামী

বর্তমান অফিস প্রধান

ড. মোঃ হামিদ উল্লাহ্ ভূঁঞা

চেয়ারম্যান, এফআরসি

অক্টোবর ২০২০ - বর্তমান

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫- এর ধারা ১৬ অনুযায়ী এফআরসি'র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপঃ

(ক) কাউন্সিলের প্রশাসন পরিচালনা;

(খ) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত কার্যাবলী ও বিষয়সমূহ যথাযথ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা;

(গ) বার্ষিক বাজেট ও কর্মসূচী প্রণয়ন;

(ঘ) কাউন্সিল কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

প্রাক্তন অফিস প্রধানগণের পরিচিতি

সি. কিউ. কে. মুসতাক আহমদ

প্রাক্তন চেয়ারম্যান, এফআরসি
(ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ - জুলাই, ২০২০)

সি. কিউ. কে. মুসতাক আহমদ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে ২০১৭ সালে এফআরসি- তে যোগদান করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে ২০১৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়াও, তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শিক্ষাগত জীবনে অসামান্য মেধা প্রদর্শনকারী সি. কিউ. কে. মুসতাক আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, এফআরসি
(জুলাই, ২০২০ - সেপ্টেম্বর, ২০২০)

শেখ মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ জুলাই ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন।

শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ বিসিএস (প্রশাসন ক্যাডার) ১০ম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৯৯১ সালে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্সে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর এবং জাপানের ন্যাশনাল গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ থেকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

এফআরসি'র উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও কর্মবিভাগের প্রধান নিয়োগ

২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সকল কর্মবিভাগের প্রধান নিয়োগ সম্পন্ন করে। এতে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) নিজের পূর্নাঙ্গ অবয়বে কার্যক্রম পরিচালনা করতে এক ধাপ এগিয়ে যায়। বর্তমানে কাউন্সিলের তৃতীয় চেয়ারম্যান হিসেবে প্রফেসর ড. মোঃ হামিদ উল্লাহ ভূঁঞা দায়িত্ব পালন করছেন। তার যোগ্য নেতৃত্বে এফআরসির কার্যক্রম দ্রুতির সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

জনবল কাঠামোর অনুমোদন প্রাপ্তি

কাউন্সিলের কার্যক্রম সুচারুরুপে চালিয়ে নেয়ার লক্ষে ১৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সম্বলিত একটি জনবল কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় উক্ত কাঠামোর অনুমোদন প্রদান করে।

বর্তমানে এফআরসি এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরির চূড়ান্ত প্রবিধান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এবং অনুমোদনের পরে শীঘ্রই জনবল নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

জনস্বার্থ সংস্থার সংজ্ঞা নির্ধারণ

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫- এর ধারা ২(৮) অনুযায়ী শর্তাধীন জনস্বার্থ সংস্থার রাজস্ব, পরিসম্পদ ও বহির্দায় সংক্রান্ত নির্ণায়ক সমূহ কাউন্সিলে অনুমোদন ও প্রজ্ঞাপন হিসেবে জারী করা হয়।

চুক্তি সম্পাদন

২০২০-২১ অর্থ বছরে International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, International Federation of Accountants (IFAC) ও International Valuation Standards Council (IVSC)- এর সাথে এফআরসি মানদন্ড উন্নয়ন, প্রণয়ন ও পরিগ্রহণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করে।

সদস্যপদ

২০২০-২১ অর্থবছরে এফআরসি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মানদন্ড নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং Asian Ocenian Standard Setters Group (AOSSG) এর সদস্যপদ লাভ ও International Acturial Association (IAA) এর অধীন Standard Setters Roundtable- এ একটি টেকনিক্যাল গ্রুপের সদস্যপদ লাভ করে ।

নুতন অফিসে স্থানান্তর

২০২০-২১ অর্থবছরে এফআরসি পর্যটন ভবন, প্লট: ই-৫ সি/১ (৯ম তলা) পশ্চিম আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা,ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ এলাকায় স্থানান্তর করে।

ছবি : এফআরসি-এর নতুন অফিস

কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য জনস্বার্থমূলক কর্মকান্ডসমূহ

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিরীক্ষকদের জন্য এফআরসি ৫ পূর্ণ দিবসব্যাপি একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এফআরসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সি. কিউ. কে. মুসতাক আহমদের সভাপতিত্বে আয়োজিত ঐ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের তদকালিন সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ তালুকদার প্রধান অতিথি ও আইসিএবি- এর কাউন্সিল মেম্বার জনাব মোহাম্মদ ফারুক, এফসিএ বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন। উক্ত কর্মশালায় তিন শতাধিক (৩০০+) নিরীক্ষক অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে নিয়মিত ভাবে এফআরসি কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

ছবি : প্রশিক্ষণ কর্মশালার অতিথিবৃন্দ

ছবি : প্রশিক্ষণ কর্মশালার অংশগ্রহণকারীগণ

ছবি : প্রধান অতিথি (সিনিয়র সচিব অর্থ বিভাগ) কে সম্মাননা প্রদান

কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য জনস্বার্থমূলক কর্মকান্ডসমূহ

সেমিনার

ছবি : সেমিনারে বক্তব্য প্রদানরত এফআরসি-এর চেয়ারম্যান।

ছবি : সেমিনারে বক্তব্য প্রদানরত সিএন্ডএজি মহোদয় (প্রধান অতিথি)

২০২১-২২ অর্থ বছরে সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষমূহের জন্য প্রণীত হিসাব কাঠামো ও মানদন্ডের উপরে এফআরসি- এর বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ হামিদ উল্লাহ্ ভূঁঞার সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।
উক্ত সেমিনারে সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষমূহের জন্য হিসাব কাঠামো ও মানদন্ডসমূহের উপরে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ছবি : সেমিনারে আগত অতিথি ও এফআরসি-এর কর্মকর্তাগণ

ছবি : সেমিনারে আগত অংশগ্রহণকারীগণ

ছবি : সেমিনারে বক্তব্যরত প্রধান আলোচক

আন্তর্জাতিক মানদন্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ও ফোরামের সভা

এওএসএসজি (AOSSG) ও আইসিএইডব্লিউ (ICAEW) এর সাথে এফআরসি'র সভা

ছবি : (AOSSG)- এর সম্মেলনে এফআরসি বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের সংস্থাসমূহ।

ছবি : (AOSSG)- এর সম্মেলনে এফআরসি বাংলাদেশের প্রেজেন্টেশন

Asian Ocenian Standard Setters Group (AOSSG)-এর সদস্য হিসেবে এবং International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, International Federation of Accountants (IFAC), Institute of Charted Accountants in England and Wales (ICAEW) International Valuation Standards Council(IVSC) -এর সাথে এফআরসি মানদন্ড উন্নয়ণ, প্রণয়ন ও পরিগ্রহণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করার কারনে বিভিন্ন সময়ে এফআরসি-এর কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করেন

ছবি : (AOSSG)- এর সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ

ছবি : (ICAEW)- এর সাথে বৈঠকে এফআরসি'র কর্মকর্তাগণ

আন্তর্জাতিক মানদন্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ও ফোরামের সভা

ছবি : (IFRS)- এর সাথে বৈঠকে এফআরসি'র কর্মকর্তাগণ

আইএফআরএস (IFRS) , আইএএসবি (IASB) ও এসিসিএ (ACCA) এর সাথে এফআরসি'র সভা

দেশের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা চর্চার মানদন্ড নির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, Association of Certified Chartered Accountants (ACCA), International Accounting Standard Board (IASB) এর সাথে এফআরসি'র তৎকালীন চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক- মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ছবি : (IASB)- এর সাথে বৈঠকে এফআরসি'র কর্মকর্তাগণ

ছবি : (ACCA international)-এর সাথে বৈঠকে এফআরসি'র কর্মকর্তাগণ

মানদণ্ড নির্ধারণী বিভাগ

বিভাগীয় প্রধান

মুহাম্মদ আনওয়ারুল করিম, এফসিএ, সিপিএ (ইউএসএ)

নির্বাহী পরিচালক, মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ

জুলাই, ২০১৮ -

মুহাম্মদ আনওয়ারুল করিম, এফসিএ, সিপিএ (ইউএসএ) এফআরসি'র মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগের নির্বাহী পরিচালক (২য় মেয়াদ) ও কাউন্সিলের সদস্য-সচিব হিসাবে কর্মরত আছেন।

পেশাগত জীবনে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এবং আইসিএইডব্লিউ কর্তৃক স্বীকৃত আইএফআরএস- এর প্রশিক্ষক। এছাড়াও তিনি আইসিএইডব্লিউ, আইসিএবি ও বিশ্বব্যাংকের টিউনিং প্রজেক্টে পরামর্শক হিসাবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মুহাম্মদ করিম আইসিএমএবি ও এআইসিপিএ হতে সদস্যপদ লাভ করেন। প্রফেশনাল একাউন্টেন্ট হিসাবে তিনি দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা ও নিরীক্ষা সহায়ক সেবা প্রদান করেছেন। এছাড়াও, তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্বরত আছেন।

মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগের কার্যাবলী:

আইনের ধারা ২৩ অনুসারে মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণক্রমে নিম্নোক্ত মানদন্ডসমূহের প্রণয়ন, নবায়ন, উন্নয়ন ও পরিগ্রহণ প্রস্তাব কাউন্সিলে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে
১. ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস।
২. মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ডস।
৩. একচুয়ারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস।
৪. অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস।
ধারা ২৩(২) অনুসারে সরকারের পূর্বনুমোদনক্রমে প্রবিধান দ্বারা মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে।

মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ মানদন্ডসমূহের প্রণয়ন, নবায়ন, উন্নয়ন ও পরিগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৪১, ৪২ ,৪৩ ও ৪৪ যথাযথ প্রতিপালন করবে।

মানদন্ডসমূহের প্রাক-প্রকাশনা:
আইনের ধারা ৪৩ অনুসারে মানদন্ডসমূহের প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে তদ্‌সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তির হতে প্রত্রিকা মারফত আহবানকৃত মন্তব্য হিসেবে ৬০ দিনের মধ্যে কোনো আপত্তি না পাওয়া গেলে প্রণীত মানদন্ড চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচনা করবে।

কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীতব্য ও গৃহীত মানদন্ডের ধরন

গৃহীত:
১. আইএফআরএস ও ইপসাস (IFRS & IPSAS)
২. আইএসএ (ISA)
৩. আইভিএস (IVS)
৪. আইএসবিএ কোড অব ইথিক্স (IESBA code of ethics)

গৃহীতব্য:
১. একচুয়ারিয়াল স্ট্যার্ন্ডাডস

আইনের ধারা ২৩ অনুযায়ী কাউন্সিল এর আওতাভুক সকল জনস্বার্থ সংস্থার জন্য উপর্যুক্ত মানদন্ডসমূহ পরিগ্রহণ ও উন্নয়নের একচ্ছত্র অধিকার রাখে এবং ধারা ৪৪ অনুসারে উক্ত মানদন্ডসমূহ জনস্বার্থ সংস্থা সমূহের প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ এপর্যন্ত কাউন্সিলের পক্ষে মোট
১. ২৫ টি আইএএস
২. ১৭ টি আইএফআরএস
৩. ১৭ টি ইফরিক
৪. ৫ টি এসআইসি
৫. ৪৪ টি ইপসাস
৬. ৩৬টি আইএসএ
৭. ১৩ টি আইভিএস
৮. ৬৪ টি কোড অব ইথিক্স
৯. ২ টি কনসেপচুয়াল ফ্রেমওর্য়াক
১০. ১ টি আইএপিএন
১১. ৩ টি আইএসকিউএম পরিগ্রহণ ও জারী করেছে, এছাড়াও সকল সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের জন্য ৫-স্তর বিশিষ্ট ফ্রেমওর্য়াক প্রণয়ন ও জারী করেছে।

মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত মানদন্ডসমূহ

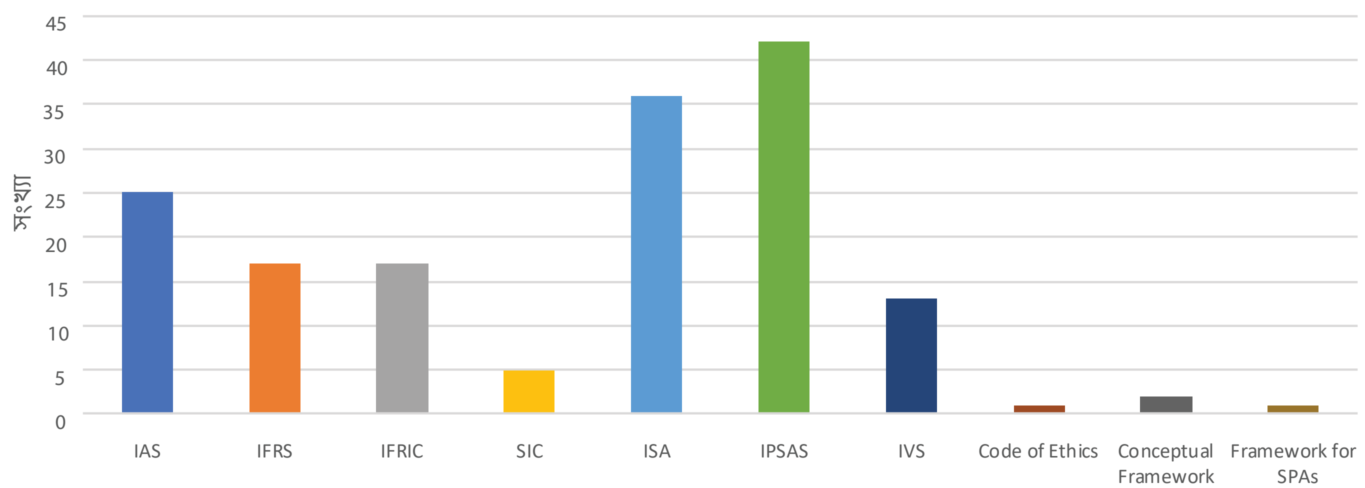

আর্থিক প্রতিবেদন

পরিবীক্ষণ বিভাগ

বিভাগীয় প্রধান (ভারপ্রাপ্ত)

মুহাম্মদ আনওয়ারুল করিম, এফসিএ, সিপিএ (ইউএসএ)
নির্বাহী পরিচালক, মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ
জুলাই, ২০২১ - সেপ্টেম্বর, ২০২১

মোঃ সাঈদ আহমেদ এফসিএ, এসিএমএ, সিজিএমএ
নির্বাহী পরিচালক, নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ
অক্টোবর, ২০২১ -

আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের কার্যাবলী

বিভাগের কার্যাবলী:
আইনের ধারা ২৪ অনুসারে আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব নিম্নরূপ:
১. এই আইনের বা অন্য আইনের অধীনে প্রণীত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড, অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস ও কোড বা গাইডলাইন জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা।
২. জনস্বার্থ সংস্থা বা তদসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করা যে, আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিষয়ে আপত্তি থাকলে তা সরাসরি আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের নিকট উত্থাপন করতে পারবে।
৩. আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ যদি মনে করে কোনো জনস্বার্থ সংস্থা যথাযথ মানদন্ড প্রতিপালন করছে না সেক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রয়োগকারী বিভাগকে নিজের মতামত ও সুপারিশ প্রদান।
৪. আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিজ কার্য পরিচালনার বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করা।

আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের অর্জন

কার্যের প্রকৃতি	কার্যাবলী
বিধি- প্রবিধান, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি জারী	১. সকল জনস্বার্থ সংস্থার কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে পরিলক্ষিত বাজেয়াপ্ত তহবিল নিজ কোম্পানীকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞপন জারী; তারিখ: ০৭/০৭/২০২০
বিভাগের সাধারণ কার্যাবলী	১. আরজেএসসি'র সহায়তায় জনস্বার্থ সংস্থা সমূহের সেক্টর ভিত্তিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও হালনাগাদকরণ; ২. সর্বমোট ১৫০-এর অধিক জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ ও পরিলক্ষিত ত্রুটিসমূহ সংশোধনের নিদের্শনা প্রদান; ৩. ৯২-এর অধিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানীর কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পরিবীক্ষণ ও পরিলক্ষিত ত্রুটিসমূহ সংশোধনের নিদের্শনা প্রদান; ৪. প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তলব করে পত্র প্রেরণ; ৫. বাংলাদেশে কর্মরত সকল ব্যাংকের আমানত ও ঋণের সুদ বাবদ আয়- ব্যয়ের হিসাব পরিবীক্ষণান্তে পরিলক্ষিত ত্রুটিসমূহ সংশোধনের নির্দেশ প্রদান; ৬. কতিপয় জনস্বার্থ সংস্থার বিষয়ে প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উক্ত সংস্থাসমূহের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পরিবীক্ষণ ও পরিলক্ষিত ত্রুটিসমূহ সংশোধনের নিদের্শনা প্রদান; ৭. কতিপয় জনস্বার্থ সংস্থার নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষকের অবহেলা বা অপেশাদারিত্ব পরিলক্ষিত হওয়ায় উক্ত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পুনরীক্ষণের জন্য নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগে প্রেরণ; ৮. কতিপয় জনস্বার্থ সংস্থার ২০১৮ হতে ২০২০ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়কর রিটার্ন ফাইল ও আনুষঙ্গিক দলিলদি পরিবীক্ষণাধীন; ৯. জনস্বার্থ সংস্থার কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন সাপেক্ষে জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক জমাকৃত কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পরিবীক্ষণাধীন;
জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক বিভাগের কার্যের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কার্যে অসঙ্গতির বিষয়ে গৃহীত আইনী পদক্ষেপ	১. তলবকৃত তথ- উপাত্ত আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগে প্রেরণ করেনি এমন জনস্বার্থ সংস্থা সম্পর্কে প্রয়োগকারী বিভাগকে অবহিতকরণ; ২. পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন, স্বাক্ষর, নিরীক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষর, শেয়ারহোল্ডারদের বিতরণের জন্য অনুমোদনের তারিখ একই হওয়ায় ৮-এর অধিক টি জনস্বার্থ সংস্থাকে কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান;
অন্যান্য	১. জনস্বার্থ সংস্থার সংজ্ঞা সংক্রান্ত মতামত প্রদান;

নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ

বিভাগীয় প্রধান

মোঃ সাঈদ আহমেদ এফসিএ, এসিএমএ, সিজিএমএ

নির্বাহী পরিচালক, নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ

ডিসেম্বর, ২০১৯ -

মোঃ সাঈদ আহমেদ এফসিএ, এসিএমএ, সিজিএমএ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে এফআরসি- তে যোগদান করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি একজন প্রফেশনাল একাউন্টেন্ট। তিনি একাধারে আইসিএবি, আইসিএমএবি ও সিআইএমএ- এর সদস্য। এফআরসি- তে যোগদানের পূর্বে তিনি পূবালী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিআরও হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যাংকিং শাস্ত্রে তিনি বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। এছাড়াও তিনি ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিএফও এবং ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষাগত জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং (বর্তমানে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস) বিভাগ থেকে বি.কম ও এম.কম ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ হতে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন।

নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগের কার্যাবলী

আইনের ধারা ২৫ অনুসারে নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব নিম্নরূপ:
১. পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা চর্চা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।
২.এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দৈবচয়নের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক, নিরীক্ষা ফার্ম বা নিরীক্ষককে সহায়তা করে থাকে এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা চর্চার পুনরীক্ষণ করা।
৩. কোন তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক, নিরীক্ষা ফার্ম বা নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্মকে সহযোগিতা করো থাকে এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের অধীনে প্রণীত নিরীক্ষা চর্চা কোড বা অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডসমূহের প্রতিপালন অথবা উক্ত কোড বা স্ট্যান্ডার্ড এর কোন শর্ত বা বিধান ভঙ্গ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা।
৪. প্রতি ০৩ (তিন) বৎসর অন্তর একবার করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান:
(অ) এর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা পুনরীক্ষণ করা।
(আ) পেশাগত মান বজায় রেখে একাউন্টেন্সি পেশার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিনা তা পুনরীক্ষণ করা।
(ই) উক্ত প্রতিষ্ঠানের গঠনকারী সনদে (charter) বর্ণিত অন্যান্য জনস্বার্থ বিষয়ক উদ্দেশ্য প্রতিপালন করে জনস্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা পুনরীক্ষণ করা।
৫. নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পুনরীক্ষণ রিপোর্ট সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করবে যে, রিপোর্ট সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন আপত্তি থাকলে তা সরাসরি নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগকে অবহিত করবে।।
(৪) এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনের সময় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যর্থতা চিহ্নিত হলে, নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ বিষয়টি সম্পর্কে নিজের মতামত ও সুপারিশ প্রয়োগকারী বিভাগকে অবহিত করবে।

নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগের অর্জন

কার্যের প্রকৃতি	কার্যাবলী
বিধি- প্রবিধান, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি জারী	১. শেয়ার মানি ডিপোজিট সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী ২. নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ প্রবিধানমাল, ২০২১ এর খসড়া প্রস্তুত; ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন স্বাক্ষর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী;
নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তিকরণ	১. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবন্ধিত ১৯৪ জন নিরীক্ষককে, শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় তথ্য তলব; ২. নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তিকরণ সংক্রান্ত ফরম, গাইডলাইন, শর্ত এবং সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াধীন
নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের পুনরীক্ষণ সংক্রান্ত সাধারণ কর্যাবলী	১. নিরীক্ষা ফার্মের ডেটাবেজ তৈরীর লক্ষ্যে ৯০ এর অধিক ফার্মের তথ্য সংগ্রহকরণ; ২. ২০ এর অধিক নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক অত্যধিক নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করায় উক্ত কার্যের গুনগত মান যাচাইয়ে তদন্ত করার জন্য আইসিএবি- কে সুপারিশ প্রদান; ৩. শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ প্রতিপালন বিষয়ে ১৪ টি জীবন বীমা কো: হতে তথ্য তলব; ৪. বিভাগের সাধারণ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি তলব করে জনস্বার্থ সংস্থা ও নিরীক্ষা ফার্মকে যথাক্রমে ২০০ ও ৪০০ এর অধিক টি পত্র প্রেরণ; ৫. ৮ এর অধিক জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক বিবরণী পুনরীক্ষণ সম্পন্ন;
জনস্বার্থ সংস্থা ও নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক বিভাগের কার্যের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কার্যে অসঙ্গতির বিষয়ে গৃহীত আইনী পদক্ষেপ	১. কতিপয় জনস্বার্থ সংস্থার অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের BFIU কে পত্র প্রেরণ; ২. আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানের প্রতিপালনে ব্যর্থ ১৭,০০০ এর অধিক টি নিরীক্ষা প্রতিবেদন শনাক্তকরণ পূর্বক আইসিএবি- কে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান ও আইসিএবি কর্তৃক তদন্তান্তে ৩০ এর অধিক জন নিরীক্ষকের CoP স্থগিতকরণ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ; ৩. পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন, স্বাক্ষর, নিরীক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষর, শেয়ারহোল্ডারদের বিতরণের জন্য অনুমোদনের তারিখ সই হওয়ায় ১০ টি জনস্বার্থ সংস্থাকে কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান; ৪. ২০২২ হিসাব বছরে নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২১০ লঙ্ঘন করায় ৭০ এর অধিক জন নিরীক্ষককে সতর্কীকরণ;
অন্যান্য	১. বাংলাদেশ ব্যাংকে ৭ এর অধিক টি জনস্বার্থ সংস্থা ও ১৫ এর অধিক টি নিরীক্ষা ফার্ম সম্পর্কে মতামত প্রদান; ২. কতিপয় জনস্বার্থ সংস্থার ২০১৪ হতে ২০১৮ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পুনরীক্ষণান্তে মতামতসহ প্রতিবেদন আকারে মহামান্য হাইকোর্টে প্রেরণের জন্য প্রয়োগকারী বিভাগে প্রেরণ; ৩. জনস্বার্থ সংস্থার সংজ্ঞা সংক্রান্ত মতামত প্রদান;

প্রয়োগকারী বিভাগ

বিভাগীয় প্রধান

ড. আহমদুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক, প্রয়োগকারী বিভাগ

জানুয়ারি, ২০২১ -

ড. আহমদুজ্জামান ২০২১ সালে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের প্রয়োগকারী বিভাগের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন এডভোকেট। ইতঃপূর্বে তিনি প্রাইম ব্যাংক, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংকের আইন বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে শিক্ষকতা, গবেষণা, বিভিন্ন আাইনের ড্রাফটিং এবং বিশ্বব্যাংকের ট্রান্সফার প্রাইসিং সংক্রান্ত প্রজেক্টে লিগ্যাল কনসালটেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষাগত জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে এলএলবি ও এলএলএম ডিগ্রি লাভ করেন এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে আইন বিষয়ে ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জন করেন।

প্রয়োগকারী বিভাগের কার্যাবলী

আইনের ধারা ২৬ অনুসারে প্রয়োগকারী বিভাগের দায়িত্ব নিম্নরূপ:
১. প্রয়োগকারী বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হবে কাউন্সিলের অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত মতামত ও সুপারিশ বা অন্য কোন আইনের অধীন প্রণীত স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণে ব্যর্থতা বা লঙ্ঘন সম্পর্কে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং উক্ত বিষয়ের উপর, প্রয়োজনে, তদন্ত পরিচালনাক্রমে এই আইনের অধীন উক্ত লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার জন্য সম্ভাব্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ করা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে তা অবহিত করা।
২. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে প্রয়োগকারী বিভাগের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা।
৩. এই আইনের অধীন প্রয়োগকারী বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তাবিত লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার অভিযোগ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে কোন সুপারিশ প্রণয়ন করবে না।

প্রয়োগকারী বিভাগের অর্জনসমূহ

প্রয়োগকারী বিভাগের সাফল্য/ অর্জনসমূহ:
প্রয়োগকারী বিভাগের নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. আহমদুজ্জামান ২০২১ সালের ৩রা জানুয়ারী ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকে এখন পর্যন্ত তাঁর অধীনে প্রয়োগকারী বিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদন হয়েছে-
১। প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্তিকরণ সম্পন্ন;
২। ০৩ টি জনস্বার্থ সংস্থার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত ও শুনানী;
৩। কাউন্সিলের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ০৫ টি মামলার মধ্যে ০১ টি মামলা ইতঃমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বাকী ০৪ টি মামলা খুব দ্রুত নিষ্পত্তি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে;
৪। ০১ টি বিধিমালা ”ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তি ও নবায়ন) বিধিমালা, ২০২২” এবং ০১ টি প্রবিধানমালা ” ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এর চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০২২” চূড়ান্ত খসড়া অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ভেটিং ও প্রাক- প্রকাশনার উদ্দেশ্যে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫। ০১ টি বিধিমালা ”ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক (পারিশ্রমিক, ভাতা, সুযোগ-সুবিধা ও চাকুরীর শর্তাবলী) বিধিমালা, ২০২১” চূড়ান্ত খসড়া আকারে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
৬। ০১ টি প্রবিধানমালা ”জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক বিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্য ”ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন সম্পর্কিত প্রবিধানমালা, ২০২২”, ০১ টি নীতিমালা ”ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (সভার কার্যপদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি) নীতিমালা, ২০২২” কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে;
৭। প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের জন্য চার্ট অব ফিস কাউন্সিলের ১৫তম সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকল কাউন্সিল সদস্যের মতামতের প্রেক্ষিতে এটি নির্ধারণ করা হবে;
৮। আরও ১৭ টি বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর বিধানানুযায়ী প্রণীত এফআরসি'র বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা, কোড, গাইডলাইন, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি এর তালিকা ও বিবরণ-

ক্রমিক নং	বিধি/প্রবিধান সংক্রান্ত এফআরএ ২০১৫ এর আইনের ধারা	বিধি এবং প্রবিধানের শিরোনাম	বিধি ও প্রবিধানের ধরন	বর্তমান অবস্থান
১	২	৩	৪	৫
১	ধারা ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৭০	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তি) বিধিমালা, ২০২২	সরকার বিধি দ্বারা	প্রাক-প্রকাশনার জন্য বিজিপ্রেসে প্রেরিত হয়েছে
২	ধারা ৫৫ ও ৭০	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল তহবিল (রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থ ব্যয়) বিধিমালা	সরকার বিধি দ্বারা	
৩	ধারা ১৪ ও ৭০	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালকের (পারিশ্রমিক, ভাতা, সুযোগ-সুবিধা ও চাকুরীর শর্তাবলী) বিধিমালা	সরকার বিধি দ্বারা	খসড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে
৪	ধারা ৯ ও ১৭	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (সভার কার্যপদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি) নীতিমালা, ২০২২	কাউন্সিল গেজেট দ্বারা	কাউন্সিল কর্তৃক খসড়া চূড়ান্তকৃত ও অনুমোদিত
৫	ধারা ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ ও ৭১	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কর্মবিভাগ (দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি নির্ধারণ) প্রবিধানমালা, ২০১৯	কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা	পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে
৬	ধারা ২৭ ও ৭১	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল নিরীক্ষা চর্চা কোড বা প্রবিধানমালা, ২০১৯ (ধারণাগত)	কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা	
৭	ধারা ২৮ ও ৭১	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পেশাগত আচরণ ও নৈতিক কোড, ২০২১ (ধারণাগত)	কাউন্সিল গেজেট দ্বারা	
৮	ধারা ৪০, ৪৩, ৪৪, ৬৭ ও ৭১	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং, অডিটিং ও একচুয়ারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (প্রতিপালন, পরিবীক্ষণ ও প্রয়োগ) গাইডলাইন, ২০১৯	কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা বা গেজেট দ্বারা	
৯	ধারা ১৮ ও ৭১	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২	কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা	প্রাক-প্রকাশনার জন্য বিজিপ্রেসে প্রেরিত হয়েছে
১০	ধারা ২(৮)	০৩ টি সংবিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপন কাঠামো	সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা	আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে
১১	ধারা ৪৫(৩) ও ৪৫(৪)	জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক বিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্য ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন সম্পর্কিত প্রবিধানমালা, ২০২২	কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা	অর্থ মন্ত্রণালয়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত হয়েছে
১২	ধারা ৫০	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এর জরিমানা ও প্রশাসনিক জরিমানা (আরোপ ও আদায়) বিধিমালা, ২০২২	সরকার বিধি দ্বারা	কাউন্সিলে দাখিলকৃত ও পুনরায় খসড়া প্রস্তুতকৃত
	ধারা ৭০	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এর জরিমানা ও প্রশাসনিক জরিমানা (আরোপ ও আদায়) বিধিমালা, ২০২২	সরকার বিধি দ্বারা	কাউন্সিলে দাখিলকৃত ও পুনরায় খসড়া প্রস্তুতকৃত
১৩	ধারা ৫২(২) ও ৭০	প্যানেল গঠন, ক্ষমতা, কার্যপদ্ধতি, শুনানী ও আপত্তি নিস্পত্তি সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০২২	সরকার বিধি দ্বারা	প্রাথমিক খসড়া চূড়ান্তকৃত

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর বিধানানুযায়ী প্রণীত এফআরসি'র বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা, কোড, গাইডলাইন, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি এর তালিকা ও বিবরণ-

ক্রমিক নং	বিধি/প্রবিধান সংক্রান্ত এফআরএ ২০১৫ এর আইনের ধারা	বিধি এবং প্রবিধানের শিরোনাম	বিধি ও প্রবিধানের ধরন	বর্তমান অবস্থান
১৪	ধারা ৫৪ ও ৭০	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এর আপীল কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২২	সরকার বিধি দ্বারা	কাউন্সিলে দাখিলকৃত
১৫	ধারা ৩৬(২)	গুরুতর অনিয়মের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং অন্য কোন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে অবহিতকরণ বিধিমালা	সরকার বিধি দ্বারা	
১৬	ধারা ৩৭(২)	তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা চর্চা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও তত্য সরবরাহ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ প্রবিধানমাল	কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা	
১৭	ধারা ৬(২)	কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন, অপসারণ ইত্যাদি বিধিমাল	সরকার বিধি দ্বারা	
১৮	ধারা ৩(২)	কাউন্সিল কর্তৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর ইত্যাদি বিধিমালা	সরকার বিধি দ্বারা	
১৯	ধারা ৩৫(১)	নিরীক্ষক কর্তৃক হলফনামা (ফরম) প্রদান প্রবিধানমালা	কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা	
২০	ধারা ৩৫(৩), ৪৪, ৬৭	কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড প্রণয়ন	কাউন্সিল গেজেট দ্বারা	
২১	ধারা ৪৯ ও ৭০	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (অভিযোগ, অনুসন্ধান ও তদন্ত) বিধিমাল, ২০২২	সরকার বিধি দ্বারা	প্রাথমিক খসড়া চুড়ান্তকৃত
২২	ধারা ১৫ ও ৭০	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এর সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধাদি বিধিমাল, ২০২২	সরকার বিধি দ্বারা	কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে
২৩	ধারা ২(৮)(ঋ)(১) ও ৭১	জনবলের ভিত্তিতে জনস্বার্থ সংস্থার সংজ্ঞা নির্ণায়ক প্রবিধানমালা, ২০২২	কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা	কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত ও খসড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে

আর্থিক প্রতিবেদন (নিরীক্ষিত)
২০২১-২০২২

(এফআরসি কর্তৃক জারীকৃত লেভেল ৪ : পরিবর্তীত বকেয়া ভিত্তিক)

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫- এর ধারা ২১(২), ২১(৩) এবং ধারা ৫৬(২) অনুসারে এই প্রতিবেদনের সাথে সংযোজিত আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পক্ষে সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষিত হয়েছে।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

স্থিতিপত্র (নিরীক্ষিত)

২০২১-২২ অর্থ বছর

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	নোট নং	২০২১-২২	২০২০-২১
	সম্পদসমূহ:			
	অ-চলতি সম্পদ:			
	প্রোপার্টি, প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট:			
৭১১২১০১	মোটরযান	৩	২১,৬৭১,৬৪৬	১৮,৩২৩,৩৬৫
৭১১২২০২	কমিপউটার ও আনুষঙ্গিক	৩	২,২১৪,১৪৯	২,১৪৮,১০৮
৭১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	৩	৩৩৪,৫২৩	৩৩৪,৫২৩
৭১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৩	১,৯৩৭,৭৮৫	৩,৪০৯,৯৮২
৭১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৩	৬,৫১৫,০৬১	৩,০৯১,৫২৫
	লিজহোল্ড ইম্প্রুভমেন্ট		৮,৯১২,২৪৮	-
	মোট প্রোপার্টি, প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট		৪১,৫৮৫,৪১২	২৭,৩০৭,৫০৩
	বাদ:			
	পুঞ্জীভূত অবচয়	৩	(১২,২৩৯,৫৮০)	(৯,৩৬০,৯২৮)
	সম্পদের শ্রেণীবিভাগ পরিবর্তনজনিত সমন্বয়সমূহ	৩	-	-
	নীট প্রোপার্টি, প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট		২৯,৩৪৫,৮৩২	১৭,৯৪৬,৫৭৫
	ভাড়া বাবদ অগ্রীম	৪	২,৬৭০,৩০০	২,৬৭০,৩০০
	মোট অ-চলতি সম্পদ		৩২,০১৬,১৩২	২০,৬১৬,৮৭৫
	চলতি সম্পদ:			
	ব্যাংকে জমা	৫	২০,৯৮৫,৬৮৯	৩৯,৯১২,১৮৪
	অগ্রীম বেতন বাবদ প্রাপ্য	৬	১৪০,০০০	৯০,০০০
	অগ্রীম বীমা	১৬	১৭৯,২৪৮	১৭০,৫০৭
	মোট চলতি সম্পদ		২১,৩০৪,৯৩৭	৪০,১৭২,৬৯১
	মোট সম্পদ		৫৩,৩২১,০৬৯	৬০,৭৮৯,৫৬৬
	তহবিলের উদ্বৃত্ত ও দায়সমূহ			
	অনার্জিত অনুদান:			
	প্রারম্ভিক জের	৭	২০,৭০৬,৮৭০	২০,২০৭,৬৫০
	চলতি বছর মূলধনী অনুদানের ব্যবহার	৩	১৭,৩৩১,১১৬	৮৬৯,২৮৬
	বাদ:			
	সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জন (অবচয়)	৩	(৪,১১০,৫১৯)	(৩,১৩২,৭৮৬)
	সম্পদের শ্রেণীবিভাগ পরিবর্তনজনিত সমন্বয়		-	২,৪২৫
	সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত অনুদান	৩	(১,৮২১,৩৩৪)	-
	যোগ:			
	অগ্রীমসমূহ	৮	৫০,০০০	২,৭৬০,৩০০
	অগ্রীম বীমা সেলামির তহবিল	১৬	১৭৯,২৪৮	১৭০,৫০৭
	অনার্জিত অনুদানের সমাপনী জের		৩২,৩৩৫,৩৮১	২০,৮৭৭,৩৮২
	দায়সমূহ:			
	সরকারি তহবিলে প্রদেয়:			
	চলতি বছরের অনুদান বাবদ	৯	১৮,৯৬০,৯৫১	৩৯,৯১২,১৮৪
	বিগত বছরের জের বাবদ	১৪	২,২২১,৭৩৭	-
	মোট দায়		২১,১৮২,৬৮৮	৩৯,৯১২,১৮৪
	মোট তহবিলের উদ্বৃত্ত ও দায়সমূহ		৫৩,৫১৮,০৬৯	৬০,৭৮৯,৫৬৬

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
আয়-ব্যয় বিবরণী (নিরীক্ষিত)
২০২১-২২ অর্থ বছর

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	নোট নং	২০২১-২২	২০২০-২১
	আয়সমূহ:			
৩৬৩১	আবর্তক অনুদান	১০,১১,১২	৩৯,২৪২,৯৭২	৩৪,৬০২,৭২৩
৩৬৩২১	মূলধন অনুদান	৩,১৫	৪,১১০,৫১৯	৩,১৩০,৩৬২
	মোট আয়		৪৩,৩৫৩,৪৯১	৩৭,৭৩৩,০৮৫
	ব্যয়সমূহ:			
	নগদ ব্যয়সমূহ:			
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	১০	১৭,৯৪৯,৪০৬	১৭,৪৫১,৬৫১
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১১	৪,৪৮২,৪৬৪	৩,০৩৭,৭০৬
৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১২	১৬,৮১১,১০২	১৪,১১৩,৩৬৬
	অ-নগদ ব্যয়সমূহ:			
৩৩	অবচয়	৩	৪,১১০,৫১৯	৩,১৩০,৩৬২
	সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি	১৫	(১,৫১৪,৪৮৩)	-
	মোট ব্যয়		৪১,৮৩৯,০০৮	৩৭,৭৩৩,০৮৫
	আয়াতিরিক্ত ব্যয়		১,৫১৪,৪৮৩	-

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
প্রাপ্তি-পরিশোধ বিবরণী (নিরীক্ষিত)
২০২১-২২ অর্থ বছর

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	নোট নং	২০২১-২২	২০২০-২১
	প্রারম্ভিক জের	৯	৩৯,৯১২,১৮৪	৫০,২২০,০০৮
	নগদ প্রাপ্তিসমূহ:			
৩৬৩১	আবর্তক অনুদান	১৩	৬৭,৮৭০,০০০	৬১,৪৭৫,০০০
৩৬৩২১	মূলধন অনুদান	১৩	৮,২৫০,০০০	১৬,৭৫০,০০০
	মোট প্রাপ্তি		৭৬,১২০,০০০	৭৮,২২৫,০০০
	ব্যবহারযোগ্য নগদ		১১৬,০৩২,১৮৪	১২৮,৪৪৫,০০৮
	নগদ প্রদানসমূহ:			
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	১০	১৭,৯৪৯,৪০৬	১৭,৪৫১,৬৫১
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১১	৪,৫০১,৫৬৪	৩,০৩৭,৭০৬
৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১২	২৯,২৪২,৬৮৭	১৬,৯৫৪,১৭৩
	আবর্তক ব্যয় বাবদ নগদ প্রদান		৫১,৬৯৩,৬৫৭	৩৭,৪৪৩,৫৩০
	বিগত বছরের জের ফেরত প্রদান	৯	৩৯,৯১২,১৮৪	৫০,২২০,০০৮
৪১১২১০১	মোটরযান	৩	৩,৩৪৮,২৮১	-
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৩	১১৪,৫২৫	৮৩৭,৮৯৭
৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	৩	-	৯,০৭৫
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৩	১৬৫,৫০০	-
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৩	১,৮৩৭,০৮৫	২২,৩১৪
	মূলধনী ব্যয় বাবদ মোট প্রদান		৫,৪৬৫,৩৯১	৮৬৯,২৮৬
	মোট নগদ প্রদান		৯৭,০৭১,২৩২	৮৮,৫৩২,৮২৪
	সমাপনী জের- আবর্তক		১৬,১৭৬,৩৪৩	২৪,০৩১,৪৭০
	সমাপনী জের- মূলধনী		২,৭৮৪,৬০৯	১৫,৮৮০,৭১৪
	সর্বমোট - প্রদানের অতিরিক্ত প্রাপ্তি (প্রদেয়)		১৮,৯৬০,৯৫২	৩৯,৯১২,১৮৪

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী (নিরীক্ষিত)
২০২১-২২ অর্থ বছর

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ব্যয়
৩১	কর্মচারীদের প্রতিদান:			
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৪৯,৩০২,০০০	২০,০০০,০০০	১৬,১৩০,৮১০
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৫,০৪১,০০০	৩,০০০,০০০	১,৮১৮,৫৯৬
	মোট বেতন	৫৪,৩৪৩,০০০	২৩,০০০,০০০	১৭,৯৪৯,৪০৬
৩১১১৩০১	যাতায়াত ভাতা	২০০,০০০	১০০,০০০	৪৩,২০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৬০০,০০০	৩০০,০০০	-
৩১১১৩১০	বাড়িভাড়া ভাতা	৭,৬০০,০০০	২,৫০০,০০০	২,১৮৭,৩৩৬
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১,৩০০,০০০	৭০০,০০০	৩২৪,০০০
৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	৪০০,০০০	৩০০,০০০	৯৩,০০০
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১০০,০০০	১০০,০০০	২৮,৮০০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৩,২০০,০০০	১,২০০,০০০	৮৯৮,২৫০
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৫০০,০০০	২৫০,০০০	-
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	২,৫০০,০০০	১,৫০০,০০০	৮৬২,৬০০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩০০,০০০	২০০,০০০	৬৪,৩৭৮
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	১,৫০০,০০০	৭৫০,০০০	-
	মোট ভাতাদি	১৮,২০০,০০০	৭,৯০০,০০০	৪,৫০১,৫৬৪
	উপ-মোট (কর্মচারীদের প্রতিদান)	৭২,৫৪৩,০০০	৩০,৯০০,০০০	২২,৪৫০,৯৭০
৩২	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা:			
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১,৫০০,০০০	৭০০,০০০	৫০,১৭৯
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১,৫০০,০০০	১,২০০,০০০	৩৮০,০৫১
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ	৬,০০০,০০০	৩,০০০,০০০	২,৩৮০,৫৮০
৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	২,৫০০,০০০	২,৫০০,০০০	৮৭২,২৫০
৩২১১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	৯১২,৫৩৭
৩২১১১১৪	ইউটিলিটি সার্ভিস চার্জ	২,০০০,০০০	১,৫০০,০০০	৮৯৭,৮৭৮
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৫০০,০০০	৪০০,০০০	৩৪৫,৬১৫
৩২১১১২০	টেলিফোন	৫০০,০০০	৩০০,০০০	৪৯,৮৭৫
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২,০০০,০০০	১,৫০০,০০০	৪৬০,৮৭৬
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১,০০০,০০০	৮০০,০০০	২৮৪,৪০০
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	৮,০০০,০০০	৮,০০০,০০০	৭,০২১,৩৭৭
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	১,৫০০,০০০	১,০০০,০০০	১১৭,০০০
৩২২১১০২	লাইসেন্স ফি	১,৫০০,০০০	১,৫০০,০০০	৮৪৩,৪৬৫
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১,৫০০,০০০	১,০০০,০০০	৩৯২,৬৫৪
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	২,০০০,০০০	১,৫০০,০০০	৭৯৫,১৩৮
৩২৪৪১০১	ভ্রমন ব্যয়	৩,৫০০,০০০	১,০০০,০০০	-
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১,৫০০,০০০	১,০০০,০০০	২৩,৩৫৫
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	২৫৬,৫০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	৩,০০০,০০০	১,৫০০,০০০	২৯৫,২৫৪
৩২৫৬১০৬	পোশাক	৫০০,০০০	৩০০,০০০	-
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	২,০০০,০০০	১,৫০০,০০০	-
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	৫০০,০০০	৩০০,০০০	-
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসব	৩,০০০,০০০	১,০০০,০০০	২০,২৮৪
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	১,০০০,০০০	৫০০,০০০	৩৬,৮৮৮
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	৫০০,০০০	৩০০,০০০	১০,৯৪২
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১,৫০০,০০০	১,৫০০,০০০	১,১২৩,৮০৫
৩২৫৮১৪১	অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা	১২,৫০০,০০০	১২,৫০০,০০০	১১,৮৬৫,৭২৫
	উপ-মোট (পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা)	৬৩,৫০০,০০০	৪৮,৩০০,০০০	২৯,৪৩৬,৬২৮
৪১	অ-আর্থিক সম্পদ:			
৪১১২১০১	মোটরযান	৪,০০০,০০০	৩,৫০০,০০০	৩,৩৪৮,২৮১
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৫,০০০,০০০	২,৫০০,০০০	১১৪,৫২৫
৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	১,০০০,০০০	৫০০,০০০	-
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	২,৫০০,০০০	১,০০০,০০০	১৬৫,৫০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৪,০০০,০০০	২,৫০০,০০০	১,৮৩৭,০৮৫
	উপ-মোট (অ-আর্থিক সম্পদ)	১৬,৫০০,০০০	১০,০০০,০০০	৫,৪৬৫,৩৯১
	সর্বমোট	১৫২,৫৪৩,০০০	৮৯,২০০,০০০	৫৭,৩৫২,৯৮৯

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ (নিরীক্ষিত)
২০২১-২২ অর্থ বছর

১.০০ প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

১.০১ পটভূমি

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ২০১৫ সালের ০৯ই সেপ্টেম্বর ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন (এফআরএ), ২০১৫ প্রণয়ন করে। এফআরএ, ২০১৫ পাশের মাধ্যমে, উক্ত আইনের ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং ও নিরীক্ষা চর্চায় স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহীতা আনয়ন নিশ্চিতকরণে একটি স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা - ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাউন্সিলের প্রধান উদ্দেশ্য জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও তাতে শৃঙ্খলা আনয়ন। ইহা দেশের নিরীক্ষা চর্চা পেশার নিয়ন্ত্রণকারী একটি সংস্থাও বটে। এফআরসি ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল যা সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি, এফবিসিসিআই, একাডেমিয়া ও পেশাদার নিরীক্ষা চর্চা সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত।

১.০২ প্রতিষ্ঠার তারিখ

এফআরসি ১৯এ এপ্রিল ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.০৩ লক্ষ্য

জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের আর্থিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা চর্চার মানোন্নয়ন ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি।

১.০৪ উদ্দেশ্য

আর্থিক বিবরণীসমূহের ব্যবহারকারীগণের নিকট আর্থিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষা চর্চার প্রতি আস্থা আনয়ন।

১.০৫ অভিলক্ষ্যসমূহ

* জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক আর্থিক ও অ-আর্থিক তথ্যের উৎকর্ষতা বজায় রাখার বিধান নিশ্চিতকরণ;
* লাইসেন্স প্রাপ্ত নিরীক্ষকদের মধ্যে সর্বোচ্চমান বজায় নিশ্চিতকরণ;
* আর্থিক প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা বর্ধিতকরণ;
* হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা চর্চার সততা, স্বচ্ছতা ও মানোন্নয়ন।

১.০৬ কার্যাবলীসমূহ

* আর্থিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা চর্চা, মূল্যায়ণ ও একচুয়ারিয়াল সেবা সংক্রান্ত মানদন্ড প্রণয়ন;
* নিরীক্ষকদের লাইসেন্স প্রদান ও নিরীক্ষা ফার্মের অনুমোদন প্রদান;
* নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ;
* আর্থিক/অ-আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ।

১.০৭ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

১.০৮ প্রতিষ্ঠানের ধরণ

সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ।

২.০০ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের নীতি

সত্ত্বাটি এফআরসি ইস্যুকৃত পরিবর্তিত বকেয়া ভিত্তিতে (Modified Accrual Basis) আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এই ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি লেনদেনসমূহ বকেয়া ভিত্তিতে এবং স্বল্পমেয়াদি লেনদেনসমূহ নগদ ভিত্তিতে হিসাবভুক্ত করা হয়।

২.০১ প্রোপার্টি, প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট (পিপিই), ইপসাস ১৭

পিপিইসমূহ ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইপসাস ১৭ পিপিই অনুযায়ী হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ব্যয় মডেল ধরে সত্ত্বাটির পিপিইসমূহের ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে এবং সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়েছে। জটিলতা এড়ানোর উদ্দেশ্যে যেই বছর সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে উক্ত বছরের হিসাব বইতে উক্ত সম্পদের বিপরীতে পূর্ণ বছরের অবচয় ধার্য ও হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। এবং একই উদ্দেশ্যে যেই বছর সম্পদ বিক্রয় করা হয়েছে উক্ত বছর হিসাব বইতে উক্ত সম্পদের বিপরীতে কোন অবচয় ধার্য বা হিসাবভুক্ত করা হয়নি।

২.০২ নগদ ও নগদ সমতুল্য, ইপসাস ২

এফআরসি ইস্যুকৃত আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামোর লেভেল ৪: পরিবর্তিত বকেয়া ভিত্তি অনুযায়ী নগদ ও নগদ সমতুল্য দফাসমূহ সংজ্ঞায়িত।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ (নিরীক্ষিত)
২০২১-২২ অর্থ বছর

২.০৩ **অনার্জিত অনুদান, ইপসাস ২৩**

ইপসাস ২৩- এর প্যারা ৪৪ অনুযায়ী, সম্পদের আন্তঃপ্রবাহ হয় এমন একটি অ-বিনিময়যোগ্য লেনদেন সম্পদ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলে তার বিপরীতে একটি আয়ও লিপিবদ্ধ করতে হবে, যদি না উক্ত লেনদেনের বিপরীতে একটি দায় লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। ইপসাস কনসেপ্চুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক- এর প্যারা ৫.৩১ অনুযায়ী, বিনিময়যোগ্য ও অ-বিনিময়যোগ্য লেনদেন, অন্যান্য ঘটনা যেমন: সম্পদ ও দায়ের মূল্যের অনার্জিত হ্রাস বা বৃদ্ধি, অবচয় এবং অবলোপনের মাধ্যমে সম্পদ বা সেবার আর্থিক সুবিধা উৎপাদনের সম্ভাব্যতা হ্রাস প্রভৃতির মাধ্যমে আয় এবং ব্যয় উত্থাপিত হয়।

৩.০০ **স্থায়ী সম্পদ**

স্থায়ী সম্পদের শিডিউল, এনেক্সচার- ১ এ প্রদর্শিত।

৪.০০ **ভাড়া বাবদ অগ্রীম জমা**

এফআরসি'র অফিস ভবনের মালিকানায় থাকা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে ১৩ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ২,৬৭০,৩০০/- টাকা ভাড়া বাবদ অগ্রীম প্রদান করা হয়েছে, যার অবশিষ্ট টাকা ইজারা চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার পরে এফআরসিকে ফেরত প্রদান করা হবে অথবা চুক্তি নবায়নের মাধ্যমে পুনরায় বর্ধিত করা হবে।

৫.০০ **ব্যাংকে জমা**

	টাকা ২০২১-২২	টাকা ২০২০-২১
সোনালী ব্যাংক, হোটেল শেরাটন শাখা, ঢাকা	১৯,০৯৫,৬৬৯	২১,৫৩৪,৩৯১
পূবালী ব্যাংক, মহাখালী শাখা, ঢাকা	৫,১০৪,৭৬২	১৩,২৪৫,০৬৪
ইস্টার্ণ ব্যাংক, গুলশান এভিনিউ শাখা, ঢাকা	২,৯৬৫,০৪১	৫,৭২৮,২৬৯
পূবালী ব্যাংক, মহাখালী শাখা, A/C No. ২৬৮৪	১,৩১০,১৭৪	-
বাদ:		
বছরান্তে অপরিশোধিত চেক	(৭,৪৮৯,৯৫৭)	(২৫৭,৮৩৫)
ব্যাংকে জমাকৃত কিন্তু হিসাব বইতে অলিখিত টাকার পরিমান	-	(৩৩৭,৭০৫)
ভ্যাট বা কর বাবদ কর্তন	-	-
মোট	২০,৯৮৫,৬৮৯	৩৯,৯১২,১৮৪
অন্যান্য উৎস হতে ব্যাংকে জমা:		
পূবালী ব্যাংক, মহাখালী শাখা, ঢাকা	-	৯৯৪,৫২১
মোট ব্যাংকে জমা	২০,৯৮৫,৬৮৯	৪০,৯০৬,৭০৫

৬.০০ **অগ্রীম বেতন বাবদ প্রাপ্য**

	টাকা ২০২১-২২	টাকা ২০২০-২১
১৪০,০০০/- টাকা অগ্রীম বেতন বাবদ ৩০শে মে ২০২২ তারিখ কর্মচারীদের	১৪০,০০০	৯০,০০০
প্রদান করা হয় যা ৩০শে মার্চ ২০২৩ তারিখ সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার হবে।	১৪০,০০০	৯০,০০০

৭.০০ **অনার্জিত অনুদান**

	টাকা ২০২১-২২	টাকা ২০২০-২১
প্রারম্ভিক জের:		
বিগত বছর পর্যন্ত ক্রয়কৃত পুঞ্জিভূত মূলধনী সম্পদ	২৭,৩০৭,৪৯৯	২৬,৪৩৮,২১৭
বাদ: অবচয়ের মাধ্যমে মূলধনী অনুদানের অর্জিত অংশ (নোট: ৩.০০)	(৯,৩৬০,৯২৯)	(৬,২৩২,৯৯২)
	১৭,৯৪৬,৫৭০	২০,২০৫,২২৫
যোগ: সম্পদের শ্রেণীবিভাগ পরিবর্তনজনিত সমন্বয়	-	২,৪২৫
যোগ: অগ্রীম	২,৭৬০,৩০০	-
মোট*	২০,৭০৬,৮৭০	২০,২০৭,৬৫০

*মূলধনী অনুদান দ্বারা ক্রয়কৃত নিট পুঞ্জিভূত মূলধনী সম্পদ

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ (নিরীক্ষিত)
২০২১-২২ অর্থ বছর

৮.০০ অগ্রীম

	টাকা	টাকা
	২০২১-২২	২০২০-২১
প্রারম্ভিক জের	২,৭৬০,৩০০	-
চলতি বছরের সমন্বয়সমূহ:		
যোগ: ভাড়া বাবদ অগ্রীম জমা	-	২,৬৭০,৩০০
যোগ: বেতন বাবদ অগ্রীম প্রদান	১৪০,০০০	৯০,০০০
বাদ: অগ্রীম বেতন পুনরুদ্ধার	(৯০,০০০)	-
উপ-মোট	৫০,০০০	২,৭৬০,৩০০
মোট	২,৮১০,৩০০	২,৭৬০,৩০০

৯.০০ সরকারি তহবিলে প্রদেয়

	টাকা	টাকা
	২০২১-২২	২০২০-২১
প্রাপ্তি-পরিশোধ বিবরণী দ্রষ্টব্য	১৮,৭৬৩,৯৫২	৩৯,৯১২,১৮৪

১০.০০ বেতন বাবদ সহায়তা

	টাকা	টাকা
	২০২১-২২	২০২০-২১
মূল বেতন (অফিসার)	১৬,১৩০,৮১০	১৫,৩৩৮,৯৪৩
মূল বেতন (কর্মচারী)	১,৮১৮,৫৯৬	২,১১২,৭০৮
মোট বেতন বাবদ সহায়তা (আয়-ব্যয় বিবরণীতে নীত)	১৭,৯৪৯,৪০৬	১৭,৪৫১,৬৫১

১১.০০ ভাতাদি বাবদ সহায়তা

	টাকা	টাকা
	২০২১-২২	২০২০-২১
যাতায়াত ভাতা	৪৩,২০০	৩০,২৪২
বাড়িভাড়া ভাতা	২,১৮৭,৩৩৬	১,২৪৫,৩২১
চিকিৎসা ভাতা	৩২৪,০০০	২০০,৬০৩
মোবাইল ভাতা	৯৩,০০০	১০৮,৬৭৭
টিফিন ভাতা	২৮,৮০০	২০,১৬১
উৎসব ভাতা	৮৯৮,২৫০	৫০২,৯৫০
সম্মানী ভাতা	৮৬২,৬০০	৭৭৮,৪০০
বাংলা নববর্ষ ভাতা	৬৪,৩৭৮	৬১,৩৫২
অন্যান্য ভাতা	-	৯০,০০০
উপ-মোট	৪,৫০১,৫৬৪	৩,০৩৭,৭০৬
বাদ: অপ্রদত্ত ভাতা	(১৯,০০০)	-
মোট ভাতাদি বাবদ সহায়তা (আয়-ব্যয় বিবরণীতে নীত)	৪,৪৮২,৫৬৪	৩,০৩৭,৭০৬

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ (নিরীক্ষিত)
২০২১-২২ অর্থ বছর

১২.০০ পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা

	টাকা	টাকা
	২০২১-২২	২০২০-২১
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৫০,১৭৯	১৬৪,৫৪৪
আপ্যায়ন ব্যয়	৩৮০,০৫১	৩০২,৭৭২
হায়ারিং চার্জ	২,৩৮০,৫৮০	১,৪৩৯,৩২১
আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৮৭২,২৫০	-
সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	৯১৩,০৪৭	২০৪,০১২
ইউটিলিটি সার্ভিস চার্জ	৮৯৭,৮৭৮	৪৭১,০৩১
ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৩৪৫,৬১৫	৭৮,৩৯০
টেলিফোন	৪৯,৮৭৫	৩৫,৭৪৪
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৪৬০,৮৭৬	৫৯৩,৮৪৫
বইপত্র ও সাময়িকী	২৮৪,৪০০	১০৩,১২৮
অফিস ভবন ভাড়া	৭,০২১,৩৭৭	৯,৮৮২,৫৮০
আউটসোর্সিং	১১৭,০০০	-
লাইসেন্স ফি	৮৪৬,০১৪	১,৩৬৭,৭৩৫
প্রশিক্ষণ	৩৯২,৬৫৪	৩৩,৯৮০
পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৭৯৫,১৩৮	৬২৭,৮০৫
ভ্রমন ব্যয়	-	-
কম্পিউটার সামগ্রী	২৩,৩৫৫	-
মুদ্রণ ও বাঁধাই	২৫৬,৫০০	১১,৫২৬
স্ট্যাম্প ও সীল	-	৩৪,৮৯০
অন্যান্য মনিহারী	২৯৫,২৫৪	৩০৪,৭৫৮
পোশাক	-	৫৪,৯৯৬
কনসালটেন্সি	-	৪০,৩৪৮
উদ্ভাবন	-	-
অনুষ্ঠান/উৎসব	২০,২৮৪	২১৯,০১২
কম্পিউটার	৩৬,৮৮৮	১১৯,৫৩২
অফিস সরঞ্জামাদি	১০,৯৪২	৪,০২৫
মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৯২৬,৮০৫	৮৬০,১৯৯
অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা	১১,৮৬৫,৭২৫	-
উপ-মোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	২৯,২৪২,৬৮৭	১৬,৯৫৪,১৭৩
বাদ:		
ভাড়া বাবদ অগ্রীম জমাদান	-	(২,৬৭০,৩০০)
মূলধনী খাতে স্থানান্তর	(১১,৮৬৫,৭২৫)	
বছরান্তে অগ্রীম বীমা সেলামি	(১৭৯,২৪৮)	(১৭০,৫০৭)
বিবিধ ব্যয় বাবদ অগ্রীম প্রদানের ফেরত- চলতি বছর	(৪৮,৯০৭)	-
বিবিধ ব্যয় বাবদ অগ্রীম প্রদানের ফেরত- বিগত বছর	(৩৩৭,৭০৫)	-
উপ-মোট	(১২,৪৩১,৫৮৫)	(২,৮৪০,৮০৭)
মোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (আয়-ব্যয় বিবরণীতে নীত)	১৬,৮১১,১০২	১৪,১১৩,৩৬৬

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ (নিরীক্ষিত)
২০২১-২২ অর্থ বছর

১৩.০০ নগদ প্রাপ্তি - অনুদান

তারিখ	টাকা ২০২১-২২	টাকা ২০২০-২১
২৮.০৯.২০২০	-	৮,৩৭৫,০০০
২৮.০৯.২০২০	-	৩০,৬১৫,০০০
২৪.১১.২০২০	-	৩০,৮৬০,০০০
২৩.১১.২০২০	-	৮,৩৭৫,০০০
০১.০৯.২০২১	৩৩,৯৩৫,০০০	-
০১.০৯.২০২১	৪,১২৫,০০০	-
০৪.০১.২০২২	৩৩,৯৩৫,০০০	-
০৪.০১.২০২২	৪,১২৫,০০০	-
মোট	৭৬,১২০,০০০	৭৮,২২৫,০০০

১৪.০০ বিগত বছরের সমন্বয় বাবদ

	টাকা ২০২১-২২	টাকা ২০২০-২১
পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয়	৩০৬,৮৫১	-
শিডিউল ডকুমেন্ট	২,০০০	-
ব্যাংক সুদ	১৫,৬৫৩	-
প্রাপ্ত বীমাদাবী	১৯৭,০০০	-
ব্যয় বাবদ অগ্রীম প্রদানের ফেরত	৩৮৬,৬১২	-
অপ্রদত্ত ভাতা	১৯,১০০	-
অগ্রীম বেতন ফেরত প্রাপ্তি	৩০০,০০০	-
ওয়ার্কশপ হতে প্রাপ্তি	৯৯৪,৫২১	-
মোট	২,২২১,৭৩৭	-

১৫.০০ মূলধনী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি

	টাকা ২০২১-২২	টাকা ২০২০-২১
সম্পদের ব্যয়	৩,০৫৩,২০৪	-
বাদ: বিক্রয় পর্যন্ত পুঞ্জিভূত অবচয়	(১,২৩১,৮৭০)	-
বহি:মূল্য	১,৮২১,৩৩৪	-
বিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি	৩০৬,৮৫১	-
নীট সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি	(১,৫১৪,৪৮৩)	-

১৬.০০ অগ্রীম বীমা সেলামি

	টাকা ২০২১-২২	টাকা ২০২০-২১
প্রারম্ভিক জের	১৭০,৫০৭	৩৫৮,৭৮৩
যোগ: চলতি বছরে প্রদত্ত	২৯৪,৮৯৬	২৬০,০২৫
মোট অগ্রীম প্রদান	৪৬৫,৪০৩	৬১৮,৮০৮
বাদ: চলতি বছরে অর্জিত	(২৮৬,১৫৫)	(৪৪৮,৩০১)
সমাপনী জের	১৭৯,২৪৮	১৭০,৫০৭

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
স্থায়ী সম্পদের শিডিউল (আংশিক) (নিরীক্ষিত)
২০২১-২২ অর্থ বছর

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	সম্পদের ব্যয়					সম্পদ বিক্রয়	বিক্রীত সম্পদ বাদে সম্পদের মোট ব্যয়
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২	
৪১১২১০১	মোটরযান	-	১৮,৩২৩,৩৬৫	-	-	৩,৩৪৮,২৮১	-	২১,৬৭১,৬৪৬
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৬০,১৬৪	৮৫৬,০৯৪	২৪৫,৪৬৯	৮৩৭,৮৯৭	১১৪,৫২৫	-	২,২১৪,১৪৯
৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	৯০,৬৫০	২৩৪,৭৯৮	-	৯,০৭৫	-	-	৩৩৪,৫২৩
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১,৮৭৮,৪০৪	১,৪৫৪,৭৩৯	১২৫,৩২৪	-	১৬৫,৫০০	১,৬৮৬,১৮২	১,৯৩৭,৭৮৫
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১,২৫৯,৩৬২	১,০৭৭,৩৭২	৭৩২,৪৭২	২২,৩১৪	৪,৭৯০,৫৬৩	১,৩৬৭,০২২	৬,৫১৫,০৬১
	লিজহোল্ড ইম্প্রুভমেন্ট:							
	সিভিল ওয়ার্ক	-	-	-	-	৫৪৯,২৯৮	-	৫৪৯,২৯৮
	ইন্টারহেঁ ও পিএবিএক্স সিস্টেম	-	-	-	-	৭১৮,৩৫৫	-	৭১৮,৩৫৫
	স্পিকার সিস্টেম	-	-	-	-	৬৬,৯০০	-	৬৬,৯০০
	স্যানেটারি ফিটিংস	-	-	-	-	৬০৭,৮৫৫	-	৬০৭,৮৫৫
	বৈদ্যুতিক তার ও ফিটিংস	-	-	-	-	১,৪০২,৮৪১	-	১,৪০২,৮৪১
	দেয়াল রং	-	-	-	-	৩৭৫,৯৬৯	-	৩৭৫,৯৬৯
	অভ্যন্তরীন সাজসজ্জা	-	-	-	-	৫,১৯১,০২৯	-	৫,১৯১,০২৯
	মোট	৩,৩৮৮,৫৮০	২১,৯৪৬,৩৬৮	১,১০৩,২৬৫	৮৬৯,২৮৬	১৭,৩৩১,১১৬	৩,০৫৩,২০৪	৪১,৫৮৫,৪১১

সম্পদের শ্রেণী	আয়ুষ্কাল	অবচয় পদ্ধতি	অবচয়ের হার
মোটরযান	৫	সরলরৈখিক	১০%
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৭	সরলরৈখিক	২০%
টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	১০	সরলরৈখিক	১৫%
অফিস সরঞ্জামাদি	৭	সরলরৈখিক	১৫%
আসবাবপত্র	১০	সরলরৈখিক	১০%
সিভিল ওয়ার্ক	২০	সরলরৈখিক	৫%
ইন্টারহেঁ ও পিএবিএক্স সিস্টেম	১৫	সরলরৈখিক	৭%
স্পিকার সিস্টেম	১৫	সরলরৈখিক	৭%
স্যানেটারি ফিটিংস	২০	সরলরৈখিক	৫%
বৈদ্যুতিক তার ও ফিটিংস	১৫	সরলরৈখিক	৭%
দেয়াল রং	১০	সরলরৈখিক	১০%
অভ্যন্তরীন সাজসজ্জা	২০	সরলরৈখিক	৫%

চলমান

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
স্থায়ী সম্পদের শিডিউল (নিরীক্ষিত)
২০২১-২২ অর্থ বছর

এনেক্সচার- ১

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অবচয়ের হার	অবচয়					মোট পুঞ্জীভূত অবচয়	বিক্রীত সম্পদের অবচয়	নীট অবচয়	নীট বহিঃমূল্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২				
৪১১২১০১	মোটরযান	১০%	-	১,৮৩২,৩৩৭	১,৮৩২,৩৩৭	১,৮৩২,৩৩৭	২,১৬৭,১৬৫	৭,৬৬৪,১৭৪	-	৭,৬৬৪,১৭৪	১৪,০০৭,৪৭২
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	২০%	৩২,০৩৩	২০৩,২৫২	২৫২,৩৪৫	৪১৯,৯২৫	৪৪২,৮৩০	১,৩৫০,৩৮৪	-	১,৩৫০,৩৮৪	৮৬৩,৭৬৫
৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	১৫%	১৩,৫৯৮	৪৮,৮১৭	৪৮,৮১৭	৫০,১৭৮	৫০,১৭৮	২১১,৫৮৯	-	২১১,৫৮৯	১২২,৯৩৪
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১৫%	২৮১,৭৬১	৪৯৯,৯৭১	৫১৮,৭৭০	৫১৮,৭৭০	২৯০,৬৬৮	২,১০৯,৯৪০	৮৪৩,০৫৭	১,২৬৬,৮৮৩	৬৭০,৯০২
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১০%	১২৫,৯৩৬	২৩৩,৬৭৩	৩০৬,৯২১	৩০৯,১৫২	৬৫১,৫০৬	১,৬২৭,১৮৮	৩৮৮,৮১৩	১,২৩৮,৩৭৫	৫,২৭৬,৬৮৫
	লিজহোল্ড ইম্প্রুভমেন্ট:										
	সিভিল ওয়ার্ক	৫%	-	-	-	-	২৭,৪৬৫	২৭,৪৬৫	-	২৭,৪৬৫	৫২১,৮৩৩
	ইন্টারনেট ও পিএবিএক্স সিস্টেম	৭%	-	-	-	-	৫০,২৮৫	৫০,২৮৫	-	৫০,২৮৫	৬৬৮,০৭০
	স্পিকার সিস্টেম	৭%	-	-	-	-	৪,৬৮৩	৪,৬৮৩	-	৪,৬৮৩	৬২,২১৭
	স্যানেটারি ফিটিংস	৫%	-	-	-	-	৩০,৩৯৩	৩০,৩৯৩	-	৩০,৩৯৩	৫৭৭,৪৬২
	বৈদ্যুতিক তার ও ফিটিংস	৭%	-	-	-	-	৯৮,১৯৯	৯৮,১৯৯	-	৯৮,১৯৯	১,৩০৪,৬৪২
	দেয়াল রং	১০%	-	-	-	-	৩৭,৫৯৭	৩৭,৫৯৭	-	৩৭,৫৯৭	৩৩৮,৩৭২
	অভ্যন্তরীন সাজসজ্জা	৫%	-	-	-	-	২৫৯,৫৫১	২৫৯,৫৫১	-	২৫৯,৫৫১	৪,৯৩১,৪৭৮
	মোট		৪৫৩,৩২৭	২,৮১৮,০৫০	২,৯৫৯,১৯০	৩,১৩০,৩৬২	৪,১১০,৫১৯	১৩,৪৭১,৪৪৯	১,২৩১,৮৭০	১২,২৩৯,৫৮০	২৯,৩৪৫,৮৩২